Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Falgun 04, 1430 Bangla, February 17, 2024, Saturday, No. 48, 54th year

H I G H L I G H T S

President Mohammed Sahabuddin urges to work to play an effective and visible role in expansion of higher education in the country as well as improving quality of education. (Jago FM: 18,19)

AL GS advises BNP to take preparation for the next election without thinking about movement - adds, if people's govt. is in power, substance of movement cannot be found.
(R. Tehran: 11, R. Today: 16, Jago FM: 19)

Law Minister Anisul Haque comments govt. has no interference in Dr. Yunus issue - adds, people are paying attention to the development. Since there is democracy in the country, let BNP stage movement.
(R. Today: 17, Jago FM: 21)

Home Minister Asaduzzaman Khan says, matter of Dr. Yunus is totally court's jurisdiction - adds, no one from Myanmar can enter Bangladesh with weapons. (Jago FM: 20,21)

UN SG spokeperson Stephen Dujarric says, UN is deeply concern for govt's treatment with Peace Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus - adds, Dr. Muhammad Yunus is a highly respected and important partner of UN and what is happening against him in BD is a matter of extreme concern. (R. Today: 17)

Local Government Minister Md. Tajul Islam comments it is difficult to do developmental work without corruption - adds, corruption is more or less everywhere in the country. (R. Today: 16)

Though govt. has reduced duty on various products to control prices in view of Ramadan, but it did not have any effect in market - essential products are being sold at high prices as before. (R. Tehran: 11)

According BBS data, inflation in January, first month of new year, has risen to 9.86 % which is the highest after last October – then it was 9.93 %. (R. Today: 16)

Bangladesh has ranked 75th with a score of 5.87, two steps behind than before in 2023 global democracy index published by London-based Economics magazine's Economic Intelligence Unit-EIU. (R. Today: 17)

Myanmar situation is getting more complicated day by day for BD due to renewed conflict in Rakhine. Resolving the crisis has also emerged as a major diplomatic challenge for BD due to geopolitics and conflicting interests of superpowers surrounding Rakhine. (BBC: 3)

Chittagong University campus has become a battlefield due to clash between the two factions of Bangladesh Chhatra League centering supremacy. (R. Today: 16)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ০৪, ১৪৩০ বাংলা, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৪, শনিবার, নং- ৪৮, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকর ও দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন - দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি।
(জাগো এফ এম:১৮,১৯)

আন্দোলনের কথা না ভেবে বিএনপিকে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক - বলেন, জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলনের বস্তুগত পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না।
(রে. তেহরান: ১১, রে. টুডে: ১৬, জাগো এফ এম: ১৯)

ড. ইউনূস ইস্যুতে সরকারের কোনো হাত নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক - বলেন, জনগণ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজের দিকেই মনোযোগ দিচ্ছে। দেশে যেহেতু গণতন্ত্র আছে, বিএনপি আন্দোলন করুক।
(রে. টুডে: ১৭, জাগো এফ এম: ২১)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, ড. ইউনূসের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আদালতের ব্যাপার। আদালতের নির্দেশনা যেভাবে এসেছে, সেভাবে কাজ হচ্ছে - বলেন, মিয়ানমার থেকে কেউ বাংলাদেশে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না ।
(জাগো এফ এম: ২০,২১)

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি সরকারের আচরণে জাতিসংঘ চরমভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন বিশ্ব সংস্থাটির মহাসচিব এর মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক - বলেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যা ঘটছে তা চরম উদ্বেগের। (রে. টুডে: ১৭)

দুর্নীতি বাদ দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করা কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম - দেশে কম বেশি সব জায়গায় দুর্নীতি রয়েছে বলে জানান তিনি। (রে. টুডে: ১৬)

রমজানকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পণ্যে শুল্ক কমালেও তার কোনো প্রভাব পড়েনি বাজারে। আগের মতোই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে নিত্যপণ্য। (রে. তেহরান: ১১)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএস এর তথ্য মতে, নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশে ঠেকেছে যা গত অক্টোবরের পর সর্বোচ্চ - গত অক্টোবরে দেশে সর্বাধিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯৩ শতাংশ।
(রে. টুডে: ১৬)

লন্ডন ভিত্তিক দ্যা ইকোনমিক্স সাময়িকীর ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-ইআইইউ প্রকাশিত ২০২৩ সালের বৈশ্বিক গণতন্ত্রিক সূচকে পূর্বের চেয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে ৫.৮৭ এর স্কোর নিয়ে ৭৫ তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।
(রে. টুডে: ১৭)

মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ, রাখাইনে নতুন করে সংঘাত এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য পুরো পরিস্থিতি দিন দিন আরো জটিল হচ্ছে বলেই অনেকে মনে করছেন। রাখাইনকে ঘিরে ভূরাজনীতি এবং পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় সংকট সমাধান বাংলাদেশের জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও সামনে এসেছে। (বিবিসি: ৩)

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবারো ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।
(রে. টুডে:১৬)

বিবিসি

মিয়ানমার সংকট : চীন-ভারতের স্বার্থ আর বাংলাদেশের কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ

রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমারের সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে চলমান গৃহযুদ্ধের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে। জান্তা বাহিনীর তিন শতাধিক সদস্যের পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া এবং সীমান্তের কাছে বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন করে নিরাপত্তা হুমকি এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় মিয়ানমারের সঙ্গে রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান কীভাবে হবে সেটি নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী ভারত এবং চীনকে সাথে নিয়ে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজছে বাংলাদেশ। মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ, রাখাইনে নতুন করে সংঘাত এবং বিদ্যমান রোহিঙ্গা সংকট মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য পুরো পরিস্থিতি দিন দিন আরো জটিল হচ্ছে বলেই অনেকে মনে করছেন। একই সঙ্গে মিয়ানমারের রাখাইনকে ঘিরে ভূরাজনীতি এবং পরাশক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকায় মিয়ানমারের সঙ্গে সংকট সমাধান বাংলাদেশের জন্য বড় কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেও সামনে এসেছে। এই মুহূর্তে সরকারি হিসেবে বারো লাখের মতো রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে মহাসংকটে রয়েছে বাংলাদেশ। রাখাইনে চীন ও ভারতের যেখানে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ রয়েছে সেখানে বাংলাদেশের স্বার্থ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা। বর্তমানে রাখাইন এবং মিয়ানমারে যে সংঘাত চলছে তাতে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বিষয়টিও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন ভূরাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকেও রাখাইনকে ঘিরে পরিস্থিতি সংকটের দিকেই যাচ্ছে। মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশের চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ তৈরি হয়েছে। "অনেকটা অগোচরে, অদৃশ্যভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাইন ধীরে ধীরে একটা ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আসছে। বাংলাদেশের জন্য জিনিসটা এখন জটিলতর হয়েছে। কারণ আমাদের এতদিন উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো, প্রত্যাবাসন এখন পুরোপুরি ঝুঁকির মুখে। কেউ এখন প্রত্যাবাসনের কথা বলছে না। এখানে বাংলাদেশের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে রাখাইনকে স্টেবল করা। যদিও এটা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু যেহেতু আমরা আক্রান্ত, এই যে গোলাগুলি এসে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে চাষবাসের সমস্যা হচ্ছে।" মিয়ানমারকে ঘিরে চীনের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ এবং বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি। রাখাইনে গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দরের বড় প্রকল্প গড়ে তুলছে চীন। নিজের স্বার্থে সেখানে বিনিয়োগ করেছে ভারত। রাখাইনে চীন ভারতে বিনিয়োগ এবং স্বার্থ নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষক এমদাদুল হক জানান, রাখাইন রাজ্যে চকপিউতে চীন সমুদ্র বন্দর গড়ে তুলেছে। সেখান থেকে তারা গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে দুইটা পাইপলাইন নিয়ে গেছে চীন ভূখণ্ডে। একটা গ্যাস লাইন একটা তেল লাইন। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে জ্বালানি তারা আমদানি করবে সেটা এই পথে কুনমিং পর্যন্ত নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। "চকপিউকে ভিত্তি করে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বাজারকে মাথায় রেখে চীন সেখানে শিল্পপার্ক গড়ে তুলছে। যেখানে কুড়ি বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। তারা ইকোনমিক কোরিডোরকেও এই চকপিউয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চায়। এছাড়া চীনের বেল্ড এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হচ্ছে চকপিউ"। চীনের স্বার্থ নিয়ে এমদাদুল ইসলাম বলছেন, মিয়ানমারে চীনের যে স্বার্থ সেটি অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বহুগুণে বিস্তৃত এবং ব্যাপক। "চকপিউ বন্দরের কারণে চীন বঙ্গোপসাগরে বাধাহীন প্রবেশাধিকার পাবে একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইন্দোপ্যাসিফিক পলিসির মাধ্যমে চীনকে ঠেকানোর যে কৌশল সেটিকেও মোকাবেলা সহজ হবে চীনের জন্য। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাখাইনে থা শোয়ে গ্যাসক্ষেত্র। এখান থেকে তাদের দক্ষিণাঞ্চলে তিনটি প্রদেশে গ্যাস নিচ্ছে চীন। এছাড়া ইরাবতী নদীতে ১৩ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে চীন", বলেন মি. ইসলাম।

অন্যদিকে, রাখাইন রাজ্য ভারতের জন্য ভূ-কৌশলগত স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত অনেকটা বাংলাদেশকে বাইপাস করে কলকাতা থেকে সিতওয়ে অর্থাৎ আগের আকিয়াব বন্দর পর্যন্ত নৌপথকে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত করেছে। আকিয়াব থেকে কালাদান হয়ে পালেটওয়া এবং এরপর ভারতের উত্তর-পূর্বের মিজোরামের সঙ্গে সড়কপথে সংযোগ সৃষ্টি করছে। এ প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিকল্প সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ করবে। রাখাইনে ভারতের এ প্রকল্পের নাম কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো জলপথ ও সড়কপথের মাধ্যম পণ্য আনা নেয়ার জন্য বহুমুখী এক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল হক বলেন, "এই যে পারস্পারিক দ্বন্দ্বমুখর দুটো বৃহৎ প্রতিবেশী যখন এগুলিতে থাকবে তখন আমরা একটা ঝুঁকিতে থাকবো সবসময়। ভারতও আমাদের বন্ধু চীনও আমাদের বন্ধু। কিন্তু এখানে রাখাইনকে ঘিরে আমরা কোনো পক্ষভুক্ত হলেই সেটা হবে বাংলাদেশের জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কারণ সেখানে বিরাট একটা ঝুঁকি আমাদের জন্য বিদ্যমান সেটা হচ্ছে রোহিঙ্গা। আপনি যদি সেখানে কোনো ঝুঁকিতে পা দেন পক্ষভুক্ত হন এই রোহিঙ্গা ইস্যুটি অনিশ্চিত হবে।" মিয়ানমার ও রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই কূটনৈতিক পথে সমাধানের পথে রয়েছে বলেই দৃশ্যমান হয়েছে। রাখাইন তথা মিয়ানমারে পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হলে তার প্রভাব বাংলাদেশের জন্য সুখকর হবে না এটি অনেকের কাছেই স্পষ্ট। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবেই সমস্যা সমাধানের জন্য মিয়ানমারের ঘনিষ্ঠ এবং অংশীদার দেশগুলোর

সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ চীন এবং ভারত দুটি দেশকেই পাশে রাখতে চাইছে। সম্প্রতি নতুন মেয়াদে সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতে প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর শেষ করে এসে ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন মিয়ানমার ইস্যুতে একসাথে কাজ করতে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একসাথে দুই দেশ কাজ করবে সে বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী। অন্যদিকে সরকারের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ মাসে চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বলেছেন মিয়ানমার সংকট সমাধানে চীনকে পাশে চায় বাংলাদেশ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ রিহাব)

টেকনাফ সীমান্তের কাছে মিয়ানমারে বোমার শব্দ, সতর্ক অবস্থানে বিজিবি

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উপজেলা টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ এলাকা থেকে মিয়ানমারের গুলি ও বোমার শব্দ থেমে থেমে পাওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুরু হয়ে শুক্রবার বিকেলেও থেমে থেমে গুলি ও বোমার শব্দ শোনা গেছে। শাহপরীর দ্বীপ এলাকাটি নাফ নদীর প্রবেশ মুখে সাবরাং ইউনিয়নে অবস্থিত। সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে শুরু করেছেন তারা। বেলা সাড়ে ১২টার পর টেকনাফ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আদনান চৌধুরীর সাথে কথা হয় বিবিসি বাংলার। তিনি বলেন, টেকনাফ উপজেলা পরিষদেই তিনি রয়েছেন এবং সেখান থেকে বোমার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছে। নাফ নদী থেকে টেকনাফ উপজেলা পরিষদের দূরত্ব এক কিলোমিটারের মতো বলে জানান তিনি। মি. চৌধুরী বলেন, "প্রচণ্ড বোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। গতকাল থেকে চলতেছে, এখনো চলতেছে।"

বিজিবির টেকনাফ ২ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুহিউদ্দিন আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরের যুদ্ধ চলছে। গোলাবর্ষণের শব্দ তারা শুক্রবার সকালেও শুনতে পাচ্ছেন। মি. আহমেদ বলেন, মিয়ানমারের ভেতরের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা না গেলেও গোলাবর্ষণ যে হচ্ছে, তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তবে এটি ক্রমাগত হচ্ছে না, থেমে থেমে কিছুক্ষণ পর পর এই শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত থেকে সাত-আট মাইল দূরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলছে বলে বিজিবি ধারণা করছে। বিকাল ৪টার সময়ও শাহপরীর দ্বীপের ওপারে মিয়ানমারের ভেতরে বিমান থেকে বোমা হামলা চালিয়েছে সেখানকার জান্তা বাহিনী এমনটাই ধারণা করছেন স্থানীয়রা। বিমান ও বোমার শব্দ শোনা গেছে শাহপরীর দ্বীপের নাফ নদীর জেটি থেকে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই মূলত শব্দ বেশি শোনা যাচ্ছে। তবে এর আগেও গুলির শব্দ শোনা গেছে বলে জানান তিনি। বিজিবির এই অধিনায়ক জানান, বিজিবি সব সময় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। সীমান্তে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য তৎপর রয়েছেন তারা। "যেহেতু ঘটনাটা অনেক ভিতরে তাই আমরা তেমন একটা আতঙ্কিত হচ্ছি না।" মিয়ানমার থেকে এখনো কেউ প্রবেশ করতে চেয়েছে বলে তারা জানতে পারেননি। তবে এ বিষয়েও তারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানান তিনি। "আমাদের নজরে আসেনি, কেউ চেষ্টা করেনি (প্রবেশের), তবে আমরা তৎপর আছি। বর্ডারে আমরা অত্যন্ত ভিজিল্যান্ট আছি। আমরা কোনও অনুপ্রবেশ বা কাউকে বাইরে থেকে ভেতরে আসতে দেবো না", বলেন বিজিবির অধিনায়ক।

সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আব্দুস সালাম বলেন, মিয়ানমারের মংডু এলাকা থেকে এই আওয়াজ আসছে বলে ধারণা করছেন তিনি। মি. সালাম বলেন, মিয়ানমার সীমান্তে নাফ নদী রয়েছে। নাফ নদীর পর থেকেও আরো তিন-চার কিলোমিটারের মতো ভেতরে মংডু অবস্থিত। ওই এলাকা থেকে হয়তো গোলাগুলি চলছে। "মাঝখানে নাফ নদী থাকার কারণে খুব একটা আতঙ্কিত নয় গ্রামবাসী। তবে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা নাফ নদী ও এর সংলগ্ন এলাকা এড়িয়ে চলছে। তারা মূলত গ্রামের ভেতরেই চলাফেরা করছে।" স্থানীয় এই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য বলেন, বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিয়মিত টহল দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসনও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা খুব একটা আতঙ্কিত না হলেও তারাও সতর্ক রয়েছে। এখনো কেউ মিয়ানমার অংশ থেকে বাংলাদেশ অংশে প্রবেশ করতে চাওয়ার মতো কিছু দেখা যায়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্তে মিয়ানমার অংশে ব্যাপক সংঘাত হয়। কয়েক দিন ধরে চলা সংঘাতে মিয়ানমার সীমান্তের সামরিক টহল চৌকিগুলো দখলে নেয় বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা। বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর সাথে যুদ্ধে টিকতে না পারে গত ৪ঠা থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে উখিয়া, টেকনাফ ও ঘুমধুম সীমান্ত থেকে কয়েক দফায় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে মিয়ানমারের ৩৩০ জন। পরে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি তাদেরকে জাহাজে করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয়। এছাড়া গত ২৮শে জানুয়ারি মিয়ানমারের ভেতরে সংঘাতের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা এলাকায় সতর্কতা বাড়ায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

মিয়ানমারের সংঘাত কবলিত এলাকা বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ার কারণে তমব্রু ও টেকনাফ সীমান্তে সতর্কতা বাড়ায় কক্সবাজার এবং বান্দরবানের জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তখনও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোলাগুলি ও মর্টার শেল ছোড়ার শব্দ পাওয়ার কথা বিবিসিকে জানিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সীমান্ত লাগোয়া

বাংলাদেশের কয়েকটি বাড়িতে গুলি এসে পড়ে বলেও তারা জানান। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮৩ কিলোমিটার। এর বড় একটা অংশই পড়েছে কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায়। শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা এবং স্থানীয় সাংবাদিক জাকারিয়া আলফাজ বিবিসি বাংলাকে জানান, শুক্রবার ভোর ছয়টার দিকে বোমা ফাটার বিকট শব্দেই তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মি. আলফাজ জানান, স্থানীয় অনেক বাসিন্দার সাথেই কথা বলেছেন তিনি এবং প্রায়ই সবাই তাকে জানিয়েছেন যে, সকালে বোমার বিকট শব্দেই ঘুম ভেঙেছে তাদের। তিনি বলেন, এতদিন সীমান্তের ভেতরে মিয়ানমার অংশে কোনো শব্দ শোনা যায়নি। কিন্তু গতকাল ভোর থেকে সীমান্তের ওপারে মর্টারশেল ও বোমার শব্দ শোনা গেছে। গতকাল সারাদিনই এই শব্দ শোনা গেছে। "আজকে ভোরে হেলিকপ্টার থেকে বোমা ফেলা হচ্ছে। এর বিকট শব্দ এপার থেকে শোনা গেছে। সকাল ১০টা পর্যন্ত এমন চলেছে। এরপর ঘণ্টা দুয়েক বন্ধ ছিল। পরে বেলা ১২টার পর আবার শোনা গেছে।" নাফ নদীতে মাছ ধরে এমন কিছু জেলের সাথে কথা বলেছেন মি. আলফাজ। তারা তাকে জানিয়েছে যে, ভোরে কুয়াশা ভেদ করেও সীমান্ত এলাকায় হেলিকপ্টার উড়তে দেখেছেন তারা। তিনি জানান, ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্তে কাঁটাতার ঘেঁষে বসতি থাকলেও শাহপরীর দ্বীপ এলাকায় সীমান্তের পর মাঝখানে নাফ নদী থাকার কারণে বাড়ি-ঘর কিছুটা দূরে। তাই সেখানকার মানুষ সীমান্তের এ ধরনের ঘটনার সাথে খুব একটা পরিচিত নয়। এ কারণে প্রথমবার এ ধরনের পরিস্থিতি দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছেন। "তাদের মধ্যে একটা ভয় কাজ করছে। তারা তো এইটা প্রথমবার মোকাবেলা করছে।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ :১ ৬.০২.২০২৪ রিহাব)

তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য আমেরিকার 'বিকল্প' বাজার খুঁজে পেয়েছে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের মূল উৎস তৈরি পোশাক খাত, যেখান থেকে বিজিএমইএ'র হিসেবে গেল বছর এসেছে ৪৭ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এরমধ্যে একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি আয় এসেছে আমেরিকা থেকে ৭.২৯ বিলিয়ন ডলার। যদিও এই আয় আগের বছরের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। তবে আমেরিকায় ২৫ শতাংশ রপ্তানি কমে গেলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেনি বরং বেড়েছে। কিন্তু সেটা কীভাবে ঘটলো অর্থাৎ বাংলাদেশের রপ্তানিকারকরা মার্কিন ঘাটতি কীভাবে পুষিয়ে নিলো? আর আমেরিকাতেই বা রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ কী? এর উত্তরে উঠে আসছে ইউরোপ-আমেরিকার বিকল্প বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বেড়ে যাওয়ার তথ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন দেশ কোন পণ্য কত রপ্তানি করছে ডলারের হিসেবে সেটা প্রকাশ করে দেশটির বাণিজ্য দপ্তরের 'অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলস' (অটেক্সা)। সংস্থাটির হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০২২ সালে দেশটিতে বাংলাদেশে থেকে তৈরি পোশাক গেছে ৯.৭২ বিলিয়ন ডলার। যা এর আগের বছর অর্থাৎ ২০২১ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি। তবে এটা ঠিক কোভিড ১৯ পরবর্তী ২০২১ সালে রপ্তানি কম ছিল। কিন্তু ২০২২ সালে ৯.৭২ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি হলেও ২০২৩ সালে সেটা না বেড়ে উল্টো কমেছে। ২০২৩ সালে রপ্তানি হয়েছে ৭.২৯ বিলিয়ন ডলার। সুতরাং একবছরে রপ্তানি কমেছে প্রায় আড়াই বিলিয়ন ডলার বা ২৫ শতাংশ। কিন্তু আমেরিকার মতো বড় বাজারে রপ্তানি কমে যাওয়ার পরও সেটা বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানিকে নেতিবাচক করতে পারেনি, বরং ইতিবাচক হয়েছে। এখানে মূল ভূমিকা রেখেছে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে বিকল্প বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি। নারায়ণগঞ্জের অদূরে ঊর্মি গার্মেন্টসের কথাই ধরা যাক। কারখানাটিতে যেসব পোশাক তৈরি হয় তার একটা গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য ইউরোপ-আমেরিকা। তবে এর বাইরেও প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইটেম রপ্তানি করে ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে বিভিন্ন দেশে। এরমধ্যে আছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া এমনকি ভারতের মতো দেশও। বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে যেটা নন-ট্রাডিশনাল মার্কেট হিসেবে পরিচিত। ঊর্মি গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ আশরাফ জানাচ্ছেন, ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে নন-ট্রাডিশনাল মার্কেটে তার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। বাংলাদেশে গেলো বছর ঊর্মি গার্মেন্টসের মতো আরো অনেক তৈরি পোশাক কারাখানা নন-ট্রাডিশনাল মার্কেটে রপ্তানি করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতে যার অবদান দাঁড়াচ্ছে ১৮.৭২ শতাংশ। ফলে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নন-ট্রাডিশনাল মার্কেটের আয় একক দেশ হিসেবে আমেরিকা থেকে আসা আয়কে ছাপিয়ে গেলো। বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আয়ে আমেরিকা থেকে আসে ১৭ শতাংশের কিছু বেশি। বাংলাদেশে বিকল্প মার্কেট থেকে আয় বৃদ্ধি করতে পারাতেই মূলত মার্কিন ঘাটতি পুষিয়ে নেয়া গেছে। বাংলাদেশে একদশক আগেও ইউরোপ-আমেরিকার বাইরে অন্যদেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি ছিল মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ১৪.৭৯ শতাংশ। পাঁচ বছর পর ২০১৯ সালে সেটা বেড়ে হয় ১৬.৬৭ শতাংশ। আর সর্বশেষ ২০২৩ সালে সেটা হয় মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ১৮.৭২ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য নতুন বাজার তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সেটা কোথায় হচ্ছে? এক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডলারের অংকে সবচেয়ে বেশি আয় হয়েছে জাপান থেকে। বিজিএমইএ'র হিসেবে ২০০৯ সালে সেখান থেকে আয় ছিল একশো এগারো মিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২৩ সালে সেটা বিলিয়ন ডলারের ঘরে পৌঁছেছে অর্থাৎ ১.৬৭ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, চীন, তুরস্ক, সৌদি আরব, রাশিয়ার এমনকি ভারতের মতো দেশগুলোতেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

উর্মি গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএ'র ডিরেক্টর আসিফ আশরাফ বলছেন, এই বাজার আরো বাড়ানো সম্ভব। তিনি বলেন, "এটা বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু কিছু কাজ করতে হবে। যেমন জাপানে ওরা যেকোনো প্রডাক্ট ধরে ধরে প্রতিটা পিস চেক করে কোয়ালিটি নিশ্চিত করে। তার মানে এখানে আমাদের ওয়েস্টেজ বেড়ে যেতে পারে। সেটা মাথায় নিয়ে কোয়ালিটির দিকে এগিয়ে যেতে হবে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়াও কোয়ালিটিতে জোর দেয়। তবে সেখানে তারা আলাদাভাবে জোর দেয় তাদের নিজস্ব সুতার উপর। এছাড়া এসব দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষায় কী করছি সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।"

বাংলাদেশের জন্য তৈরি পোশাক রপ্তানির বিকল্প বাজারে গুরুত্ব পাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সৌদি আরবসহ বেশ ক'টি দেশ। কিন্তু এসব দেশ কি আমেরিকার 'বিকল্প বাজার' হতে পারে? পোশাক মালিকরা অবশ্য সেটা এখনই বলছেন না। কারণে একক দেশ হিসেবে আমেরিকা এখনও বিশাল এবং সম্ভাবনাময়। অন্যদিকে বাজার হিসেবে ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় নন-ট্রাডিশনাল বাজারে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, একেক দেশে একেক রকম চাহিদা এবং পছন্দ। দেশভেদে মানুষের আকার, সংস্কৃতিও ভিন্ন। এছাড়া ইউরোপ বা আমেরিকায় একই ধরনের পোশাকের অর্ডার বড় সংখ্যায় হলেও বিকল্প বাজারের দেশগুলোতে সেটা হয় তুলনামূলক ছোট সংখ্যায়। ফলে এসব বিষয় মাথায় রেখে কর্মপরিকল্পনা নেয়ার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি বলেন, পোশাক মালিকদের এখন পণ্যে বৈচিত্র আনার উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে এক কারখানায় বিভিন্ন আইটেম তৈরির উপরও গুরুত্ব দিতে হবে যেন ক্রেতারা একই কারখানা থেকে একাধিক আইটেম অর্ডার করতে পারেন। তার মতে, অন্তত আগামী দশ বছর একক দেশ হিসেবে আমেরিকার বাজার বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্ধনশীল হিসেবেই থাকবে। বাংলাদেশে ২০২৩ সাল জুড়েই নির্বাচন নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে একধরনের টানাপোড়েন স্পষ্ট ছিল। বিশেষত শ্রম অধিকার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরব হওয়ায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে এর প্রভাব পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল কারো কারো মধ্যে। এমন অবস্থায় ২০২৩ সালে দেশটিতে পোশাক রপ্তানি কমে যাওয়া নিয়ে নানারকম উদ্বেগ তৈরি হলেও বিজিএমইএ বলছে, এই কমে যাওয়ার সঙ্গে রাজনীতি বা নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই।

বিজিএমইএ'র ডিরেক্টর ফয়সাল সামাদ বলছেন, "আমেরিকায় রপ্তানি কমার কারণ ব্যবসায়িক। সেদেশে মূল্যস্ফীতি এবং সুদের হারের কারণে ভোগ কমেছে। কিন্তু শেষ দিকে এসে আবারও ব্যবসাটা বেড়েছে। ক্রিসমাস উপলক্ষে অর্ডার কিন্তু বেড়েছে।" বিজিএমইএ বলছে, একক দেশ হিসেবে আমেরিকা এখনো পোশাক মালিকদের অগ্রাধিকারের তালিকায় আছে। ফলে এটা ধরে রেখেই তারা নজর দিচ্ছেন বিকল্প মার্কেটে। একইসঙ্গে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে একই কারখানায় বিভিন্ন আইটেমের পোশাক বানানো থেকে শুরু করে পণ্যে বৈচিত্র আনার উপর। তবে এখানে আরেকটা চ্যালেঞ্জ আছে। সেটা হচ্ছে, শুল্ক। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চহারে শুল্ক থাকায় বাংলাদেশের পক্ষে সেসব দেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়বে বলেই মনে করেন তৈরি পোশাক মালিকরা। এক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে সেসব দেশের সঙ্গে আলোচনা দরকার বলে মত তাদের। অবশ্য এক্ষেত্রে সরকার ইতিবাচক বলেই জানাচ্ছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এই প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান জানাচ্ছেন, এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "এখানে শুল্ক দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে টার্গেটকৃত দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে যাওয়া। এটা হতে পারে কোনো নির্দিষ্ট দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। অথবা একাধিক দেশ হলে সেখানে যদি ঐ অঞ্চলে কোনো রিজিওনাল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট থাকে, আমরা সেখানে যুক্ত হতে পারি। এটার ক্ষেত্রে সুবিধা হলো একসঙ্গে একাধিক দেশের সঙ্গে শুল্ক এবং বাণিজ্য নিয়ে যুক্ত হওয়া সম্ভব। নতুন করে চুক্তির মাধ্যমেই শুল্ক কমানো নিয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কাজ হচ্ছে", যোগ করেন মি. আহসান। বাংলাদেশ এখন বিকল্প মার্কেটে যে পরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে, সেটা ইউরোপ-আমেরিকার নির্ভরতা কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি দেশটির জন্য একটা বড় সুযোগ। কিন্তু এক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে উৎপাদক এবং সরকারি পর্যায়ে কীভাবে সেটি নিরসন করা হয় তার উপরই নির্ভর করছে অনেক কিছু।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বিএনপিকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

পরবর্তী আন্দোলনের কথা না ভেবে, এখন থেকেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে পরামর্শ দিয়েছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক যৌথ সভায় এ পরামর্শ দেন তিনি। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, বিএনপির এমন বক্তব্যের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, "মির্জা ফখরুল জেল থেকে বের হয়ে আবার দিবা স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন।" "জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলে, আন্দোলনের কোনো ইস্যু খুঁজে

পাওয়া যায় না, বিএনপির বিষয়টা অনুধাবন করা উচিত;" যোগ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। জার্মানিতে নিরাপত্তা সম্মেলনে বাংলাদেশের উপস্থিতির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।গণতান্ত্রিক বিশ্ব সংকোচের সাথে হলেও বাংলাদেশের গুরুত্ব মেনে নিয়েছে। "বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান, বাংলাদেশের প্রতি শত্রুতার জন্য অনেকের জন্য উর্বর ক্ষেত্র;" বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি যোগ করেন, "বঙ্গোপসাগর, সেন্ট মার্টিনের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি অনেক বাজপাখির রয়েছে।" "তবে শেখ হাসিনার সরকার ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি বাংলাদেশকে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছে;" উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের।(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের দুর্নীতি রয়েছে : তাজুল ইসলাম

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, দেশের সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের দুর্নীতি রয়েছে। শুক্রবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "সাধারণত দুর্নীতি বলতে আমরা আর্থিক দুর্নীতি বুঝি। কিন্তু, অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা অনেক বড় দুর্নীতি।" "জনপ্রতিনিধি ও জনগণ তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব;" তাজুল ইসলাম যোগ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশের যে পথ-নকশা ঘোষণা করেছেন; সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অপরিহার্য। "শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বলতে শুধুমাত্র বাজেট বা টাকা-পয়সা দিয়ে সহায়তা বুঝায় না, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করাও বুঝায়;" তাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা ও তাদের কাজের মূল্যায়নের ওপর জোর দেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। তিনি বলেন, ঢালাওভাবে জনপ্রতিনিধিদের খারাপ বলা উচিত নয়। কারণ, অনেক জনপ্রতিনিধি ভালো কাজ করছেন। সমাজে তাদের সেই ভালো কাজের মূল্যায়ন প্রয়োজন। শিক্ষিত তরুণ সমাজের রাজনীতিতে আসার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, "তা না হলে অযোগ্য লোক সমাজকে নেতৃত্ব দেবে।" তাজুল ইসলাম আরো বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার কেউ কারো প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আইন দ্বারা দুই ব্যবস্থার কাজের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা আছে; তিনি উল্লেখ করেন। "তবে, স্থানীয় সরকার নিজেদের কাজ সঠিকভাবে করছে কিনা, তাদের রাজস্ব আয়ের উপায় সৃষ্টি করছে কিনা এবং স্থানীয় মানুষকে তাদের সমস্যার অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারছে কিনা, তা দেখার বিষয়;" উল্লেখ করেন তিনি। দলীয় প্রতীক ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তাজুল ইসলাম বলেন, দলীয় প্রতীক ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো সমস্যা নেই। দলীয় প্রতীক ছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন হলে অনেক প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে। স্থানীয় সরকার নিয়ে মানুষের চিন্তায় যে ধারণা রয়েছে রাতারাতি তা পরিবর্তন সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশ কিনে নিলো তুরস্কের কোকা-কোলা আইসেক

কোকা-কোলা বাংলাদেশ বেভারেজেস লিমিটেড (সিসিবিবি) অধিগ্রহণের জন্য চুক্তি সই করেছে তুরস্কের কোকা-কোলা ইসেক (সিসিআই)। দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে উপস্থিতি জোরদারে কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে ১৩ কোটি ডলারে সিসিবিবি কিনে নিলো সিসিআই। সিসিআইয়ের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা সিসিআই ইন্টারন্যাশনাল হল্যান্ড বিভি (সিসিআইএইচবিভি) এবং কোকা-কোলা কোম্পানির (টিসিসিসি) একটি সহায়ক সংস্থার মধ্যে শেয়ার ক্রয় চুক্তি (এসপিএ) সম্পাদন হয়েছে সম্প্রতি। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, সিসিআই ১৩ কোটি ডলারের এন্টারপ্রাইজ মূল্যে, সিসিবিবির আনুমানিক নিট আর্থিক ঋণে বিয়োগ করবে। এর মাধ্যমে, নির্ধারিত ইক্যুইটি ভ্যালুতে (ইক্যুইটি ভ্যালু) সিসিবিবির সম্পূর্ণ শেয়ার হোল্ডিং অর্জন করবে সিসিআই। সিসিআই এর সিইও করিম ইয়াহি বলেন, "আমরা সিসিবিবি অধিগ্রহণের জন্য শেয়ার ক্রয় চুক্তি সই করতে পেরে আনন্দিত। এটাকে আমরা বাজারে প্রবেশের একটি সুযোগ হিসেবে দেখছি।"(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন

জার্মানিতে চলমান মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে (এমএসসি) যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুক্রবার(১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকালে, মিউনিখের হোটেল বায়েরিসচার হোফের কনফারেন্স হলে তিন দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন তিনি। সম্মেলনে বিশ্বের সবচেয়ে জরুরি নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নীতি নিয়ে পর্যালোচনার জন্য বিশ্বের নেতৃস্থানীয় এই ফোরাম ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোরামটির ৬০তম বার্ষিকী উদযাপনের সময় এবারের মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইওয়াল্ড ভন ক্লেইস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে, এ বছরের সবচেয়ে জরুরি বিষয়, আন্তর্জাতিক সুরক্ষা উদ্বেগ নিয়ে আলোচনার জন্য বিশ্বের শীর্ষ নীতি নির্ধারক ও চিন্তাবিদরা একত্রিত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সরকারি সফরে বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় মিউনিখ পৌঁছান। এমএসসির উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের আগে শেখ হাসিনা হোটেল বায়েরিসচার হোফে কাতারের প্রধানমন্ত্রী আব্দুল-রহমান আল-থানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এর আগে, নারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের (ডব্লিউপিএল) প্রেসিডেন্ট সিলভানা কোচ-মেহরিন শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সফরকালীন আবাসস্থলে সাক্ষাৎ করেন। শেখ হাসিনা মিউনিখে অবস্থানকালে, নিরাপত্তা সম্মেলনের পাশাপাশি জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

জাতীয় সংসদে জামায়াতের অনুপস্থিতির প্রশংসা করলেন সংখ্যালঘু নেতারা

বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর অনুপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়েছে দেশটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সভায়, বাংলাদেশর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ৬০ জনের বেশি নেতা তাদের এই মত প্রকাশ করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এর ফলাফল মূল্যায়নের জন্য দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। রুদ্ধদ্বার এই সভায় সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সভায় উপস্থিত ছিলেন, এমন একাধিক নেতা এই তথ্য জানিয়েছন। সভায় বলা হয়, অতীতে তারা (জামায়াত) বিএনপির সঙ্গে জোট করে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন এবং সংসদে দেয়া বক্তব্যে সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালিয়েছেন। সেই পরিস্থিতি বিবেচনায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা, জামায়াতের সংসদে না থাকাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভবিষ্যতের জন্য, 'আশা এবং ভরসা জাগানোর' নতুন কারণ বলে অভিহিত করেন। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন হারানোর পর, জামায়াত বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারছে না। আওয়ামী লীগ সরকার নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি নাকচ করে দিলে, জামায়াতের অন্যতম প্রধান মিত্র বিএনপি ভোট বর্জন করে। সভায় বলা হয়, আহমদিয়া সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক প্রচারণা চালানোর লক্ষ্যে, বিএনপির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলন করেছে জামায়াত। সভায় যোগ দেয়া নেতারা হতাশা প্রকাশ করেন। তারা উল্লেখ করেন যে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট এখনো একই ধরনের দাবিতে অটল রয়েছে। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন প্রণয়নের ঘোষণা দেয়ার পরও, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ক্ষমতার জন্য, আন্দোলনে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন বলে সভায় নেতারা উল্লেখ করেন। বৈঠকে একাধিক বক্তা বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটকে পাকাপোক্ত করার উদ্যোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে একটি অপরিহার্য নির্দেশক বলে মনে করেন। নির্বাচনের ফলাফল, সংখ্যালঘু ভোটারদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে বলেও উল্লেখ করেন তারা। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলেও তারা মনে করেন। বৈঠকে অংশ নেয়া মানবাধিকার কর্মী রঞ্জন কর্মকার বলেন, জামায়াত ও বিএনপির পাঁচ দশকের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তাদের জোটকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনে না এসে, রাজপথে দেশের ভাগ্য নির্ধারণে তারেক রহমানের আহবানের নিন্দা জানিয়েছেন বক্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বাংলা ভাইয়ের মতো উগ্র ধর্মীয় জঙ্গি ও ধর্মান্ধদের প্রতি তাদের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ চালানো সাম্প্রদায়িক শক্তির দায়মুক্তি নিশ্চিত করার কথাও আলোচনায় উল্লেখ করেন নেতারা। প্লাটফর্মটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কর্মকার বলেন, এ ধরনের অপরাধকে নতুন করে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে, এই ইঙ্গিত বহন করে যে, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয়দানের বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ। গত ২০১৬ সালে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কলেজ অফ কার্ডিনালস-এ আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হন ডি'রোজারিও। ডি রোজারিও বলেন, "বর্তমান সরকারের অধীনে, খ্রিস্টানরা সমর্থন পেয়েছে; এটা বলা নিরাপদ যে তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।" সভার পর্যবেক্ষণে বলা হয়, ২০০১ সালে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী বানিয়েছেন এবং সেই আমলে (বিএনপি জামায়াত জোট) সংখ্যালঘু ও প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা গণহত্যায় সারা দেশে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রায় ২৮ হাজার সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। এছাড়া, মঠ পোড়ানো, হিন্দু ভোটারদের ওপর হামলা ও উত্তরাঞ্চলের নারী ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনে বিএনপি ও জামায়াতের সদস্যদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপি ও জামায়াত এসব অভিযোগকে অপপ্রচার উল্লেখ করে প্রত্যাখ্যান করেছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের তৃতীয় দফা সংঘর্ষ, পুলিশসহ আহত ১০ জন

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে তৃতীয় দফা সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১০ জন। শুক্রবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল ও শাহ আমানত হলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ছাত্রলীগের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সহসভাপতি শিমুল বিশ্বাস জানান, ঘটনার

সূত্রপাত বুধবার (১৪ ফেব্রয়ারি) রাতে। এরপর ঘটনা গড়ায়, হল ভিত্তিক দুই গ্রুপের মধ্যে। এ ঘটনায় এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে দোষারোপ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নুরুল আজিম শিকদার জানান, দু'পক্ষকে সরিয়ে দুই হলের মাঝখানে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি। চায়ের দোকানে বসা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে সংঘর্ষে জড়ায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। শুক্রবার বিকালে তৃতীয় দফায় সংঘর্ষে জড়ায় তারা। এ সময় দুই পক্ষের অন্তত ৯ জন আহত হয়। এ আগে, বুধবার রাতে এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই দফা সংঘর্ষে, ছাত্রলীগের অন্তত ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

দিল্লিতে রঙের কারখানায় ভয়াবহ আগুনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত ১১ শ্রমিক

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একটি রঙের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। প্রথমে সেই কারখানায় একটি বিস্ফোরণ ঘটে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে আগুন। এই দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন শ্রমিকের। কী কারণে আগুন লেগেছে তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দিল্লির দয়ালপুর মার্কেটের একটি রঙের কারখানায় এই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। দমকলের মোট ২২টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যে রঙের কারখানায় আগুন লেগেছিল তার আশেপাশে ঘন বসতিতে অনেক বাড়ি থাকায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দমকলের ২২টি ইঞ্জিন প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল সূত্রে খবর, কারখানায় প্রচুর দাহ্য বস্তু মজুত ছিল। তার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একটি বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছিল। যদিও ঠিক কী কারণে সেই বিস্ফোরণ, সেটা নিশ্চিতভাবে এখনও জানা যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় তারা সকলেই ওই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। তাদের দেহ সম্পূর্ণ ঝলসে গিয়েছে আগুনে। দেহগুলি শনাক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৭.০২.২০২৪ এলিনা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানি পৌঁছেছেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে তিন দিনের সরকারি সফরে মিউনিখে পৌঁছেছেন। স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৩৪ মিনিটে তিনি মিউনিখ বিমানবন্দরে পৌঁছান। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মিউনিখের উদ্দেশে রওনা হন। এ বছরের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনকে নিরাপত্তা ইস্যুতে বিতর্কের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফোরাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি মিউনিখে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা নিরাপত্তা সম্মেলনের পাশাপাশি জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ ছাড়া, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য টাকা ও ডলার বিনিময় চালু করেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশি মুদ্রা টাকার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলার অদলবদল বা সোয়াপ ব্যবস্থা চালু করেছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে ডলারের সঙ্গে টাকার অদলবদল করতে পারবে। সর্বনিম্ন ৭ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য টাকা-ডলার অদলবদলের এ ব্যবস্থা চালু করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বৃহস্পতিবার(১৫ ফেব্রুয়ারি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ (এফইপিডি) এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, নতুন পদ্ধতি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত ডলার থাকলে তারা এখন বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রেখে সমপরিমাণ অর্থ ঋণ নিতে পারবে। এ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লাভবান হবে। এ জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুক্তি করতে হবে। এই চুক্তির আওতায় উদ্বৃত্ত ডলারের বিপরীতে ব্যাংকগুলো তাৎক্ষণিক অর্থ পাবে। আবার নির্দিষ্ট সময় পর টাকা ফেরত দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সমপরিমাণ ডলার পাবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের প্রয়োজনে একে অপরের সঙ্গে ডলার ও অর্থ আদান-প্রদান করে থাকে। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে বিনিময় সুবিধা চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, এ প্রক্রিয়ার আওতায় সর্বনিম্ন ৫০ লাখ ডলার বা সমপরিমাণ অর্থ বিনিময় করা যাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেদিন বাংলাদেশ ব্যাংকে ডলার জমা দেবে, সেদিন তারা ওই দিনের ডলারের বিনিময় হারের সমপরিমাণ অর্থ পাবে। একইভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যাংকগুলো টাকা জমা দিয়ে ডলার উত্তোলন করতে পারবে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

গ্রামীণ টেলিকমসহ ৮টি প্রতিষ্ঠান জোরপূর্বক দখল করেছে গ্রামীণ ব্যাংক : ড. মুহাম্মদ ইউনূস

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস অভিযোগ করেছেন, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ টেলিকমসহ তাঁর আটটি প্রতিষ্ঠান জোরপূর্বক দখল করেছে। তিনি বলেন, "আমরা অনেক ধরনের দুর্যোগের মধ্য দিয়ে যাই, কিন্তু এমন বিপর্যয় আগে দেখিনি। হঠাৎ করে বাইরে থেকে কিছু লোক এসে আমাদের নিজেদের অফিস থেকে সরে যেতে বলে। বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১ নম্বরে চিড়িয়াখানা সড়কে গ্রামীণ টেলিকম ভবনের নিচতলায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ অভিযোগ করেন। মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, "আমরা ভয়ংকর পরিস্থিতিতে আছি। আমাদের আটটি প্রতিষ্ঠান জবরদখল হয়ে গেছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে বের হয়ে আমরা গ্রামীণ টেলিকম ভবনটি বানিয়েছি। সেখানে আমাদের কর্মীরা নিয়মিত অফিস করছে, কাজকর্ম করছে। "হঠাৎ, চার দিন আগে (১২ ফেব্রুয়ারি) আমরা দেখি বহিরাগতরা আমাদের অফিস দখল করছে। আমরা তাদের কাছে বহিরাগত হয়ে গেলাম। তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী এটি চালানোর চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না এটা কীভাবে হলো।"মুহাম্মদ ইউনূস জানান, বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েও তিনি প্রতিকার পাননি। তিনি বলেন, "আমার ঘর জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। আমরা পুলিশকে জানিয়েছিলাম, একটা জিডি করেছিলাম। জিডির কপি নিয়ে পুলিশ এসেছিল, কিন্তু কোনো সমাধান দেয়নি। আমরা অফিস করতে পারছি না।" কিছু লোক তাদের কার্যালয়ের সামনে ঝাড়ু নিয়ে মিছিল করেছে উল্লেখ করে মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এর পেছনের কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। "আমরা কী হঠাৎ করে এমন একটি অবস্থানে পৌঁছেছি যেখানে আমাদের ঝাড়ু প্রাপ্য? আমরা নিজেদের জায়গায় আছি। আমরা আর অন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না।" মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর একই ভবনে। "এই ভবনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ব্যবসার লাভ দিয়ে। এসব প্রতিষ্ঠানে গ্রামীণ ব্যাংকের হস্তক্ষেপের কোনো কর্তৃত্ব নেই। গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিল দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনোটিই গড়ে ওঠেনি।" গ্রামীণ টেলিকম ভবনে (১৩ তলা) মুহাম্মদ ইউনূসের ১৬টি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির চেয়ারম্যান তিনি। গ্রামীণ ব্যাংক যে আটটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেগুলো হলো—গ্রামীণ কল্যাণ; গ্রামীণ টেলিকম; গ্রামীণ শক্তি; গ্রামীণ সামগ্রী; গ্রামীণ ফান্ড; গ্রামীণ মৎস্য ও পশুসম্পদ ফাউন্ডেশন; গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন এবং গ্রামীণ উদ্যোগ। ১২ ফেব্রুয়ারি গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়।সংবাদ সম্মেলনে গ্রামীণ টেলিকমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজমুল ইসলাম, গ্রামীণ কল্যাণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম মাঈনুদ্দিন চৌধুরীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর আপিল চলার সময় একটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সম্মত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর। ফেব্রুয়ারির ৩ তারিখে ভয়েস অফ আমেরিকাকে পাঠানো এক ইমেইল বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র বলেন, "আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) লক্ষ্য করেছি, শ্রম আইনের অধীনে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে পরিচালিত হয়েছে।"

বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) গ্রামীণ টেলিকমের কর্মীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর অভিযোগপত্র জমা দেয়া সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, তারা লক্ষ্য করেছেন, "দুর্নীতি দমন কমিশন অতিরিক্ত মামলাগুলির জন্য একটি চার্জশিট অনুমোদন করেছে যা বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হচ্ছে।"এ বিষয়ে অন্যান্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মত যুক্তরাষ্ট্রও উদ্বিগ্ন যে, "এই মামলাগুলি ড. ইউনূসকে হয়রানি ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের শ্রম আইনের অপব্যবহার হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে।" মুখপাত্র তার প্রতিক্রিয়ায় আরো বলেন, "শ্রম ও দুর্নীতিবিরোধী আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যে ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে তা বাংলাদেশে আইনের শাসন জারি থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন জাগাতে ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করতে পারে বলে বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন।" জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক জানিয়েছেন যে, ড ইউনুসকে নিয়ে যে সব খবর আসছে, তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। জাতিসংঘে দৈনিক ব্রিফিং-এর সময় বাংলাদেশর একজন সাংবাদিক জানতে চান যে, গ্রামীণ অফিস দখল এবং ড, ইউনুসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার নতুন যে সব অভিযোগ এনেছে, সে সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিব অবগত আছেন কীনা। এই প্রশ্নের জবাবে দুজারিক বলেন, " আমরা বিষয়টি জানি।"আমি আবার জোর দিয়েই বলবো যে বহু বছর ধরে মি ইউনুস দাপ্তরিক ভাবে এবং দপ্তরের বাইরে থেকেও জাতিসংঘের সঙ্গে সহযোগিতা করে আসছেন। তিনি মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল, দ্য সাস্টনেবেল ডেভেলপমেন্ট গোল এবং সাধারণ ভাবে আমাদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ আমাদের অনেক উদ্যোগের প্রতি সমর্থন দিয়ে আসছেন। "তাঁর বিষয়ে যে সব খবর আসছে সে সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন," তিনি বলেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

বিএনপিকে পরের নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ ওবায়দুল কাদেরের

আন্দোলনের কথা না ভেবে এখন থেকেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপিকে পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। আজ সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যৌথ সভায় তিনি এ কথা বলেন। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে জানাচ্ছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :

আন্দোলনের কথা না ভেবে এখন থেকেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে বিএনপিকে পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। বলেছেন, মির্জা ফখরুল জেল থেকে বেরিয়েই, আন্দোলনের দিবা স্বপ্ন দেখছেন। আজ (শুক্রবার) সকালে রাজধানীর গুলিস্থানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যৌথ সভায় যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। কাদের বলেন, জনগণের সরকার ক্ষমতায় আছে, তাই আন্দোলনের কোন ইস্যু খুঁজে পাবেন না তারা। অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তৃতায়, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, সাংগঠনিক সমস্যার জরুরি সমাধানের কথা বলেন তিনি(স্বকণ্ঠে) : আপনারা জেলা, থানা পর্যায়ে কিছু কিছু সাংগঠনিক সমস্যাও আছে সেগুলো সমাধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। মির্জা ফখরুলের জামিনের পর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে কাদের বলেন, আন্দোলনে সময় নষ্ট না করে দলকে নতুন করে গোছালেই ভালো করবে তারা(স্বকণ্ঠে) : পরবর্তী আন্দোলন এর কথা না ভেবে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি এখন থেকে নিতে শুরু করেন। সেটিই হবে আপনাদের জন্য শুভ। দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসিয়েছে, তাই জনগণ আর বিএনপির আন্দোলনে সাড়া দেবে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেয়া, বাংলাদেশের জন্য বিরাট সম্মান বলেও জানান, ওবায়দুল কাদের।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৬.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে শুল্ক কমানো হলেও প্রভাব পড়েনি নিত্যপণ্যের বাজারে

বাংলাদেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য শুল্ক কমানো হয়েছে। তবে তার কোন প্রভাব পড়েনি বাজারে। এ সম্পর্কে এখন জানানো হচ্ছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :

রমজানকে সামনে রেখে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পণ্যে শুল্ক কমালেও তার কোনো প্রভাব পড়েনি বাজারে। আগের মতোই চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে নিত্যপণ্য। সপ্তাহের ব্যবধানে সবজি ও আলুর দামে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও ভরা মৌসুমে বেড়েছে আবারও পেঁয়াজের দাম। এজন্য বরাবরের মতো সিন্ডিকেটকেই দায়ী করছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে চাল, চিনি, ভোজ্যতেল ও খেজুরের ওপর থেকে আমদানি শুল্ক কমিয়েছে সরকার। আর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপনও জারি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

তবে শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে শুল্ক কমানোর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। রোজার এখনও এক মাস বাকি থাকলেও, এরই মধ্যে বাড়তে শুরু করেছে ইফতার সামগ্রীর দাম। ব্যবসায়ীদের দাবি, শুল্ক কমানোর আগেই তারা পণ্য কিনেছেন, তাই বাড়তি দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে। জনৈক ব্যক্তি(এক) (স্বকণ্ঠে) : মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যারা আছি, রমজান সামনে, আসলে এরকম হলে তো আমরা কিনে খেতে পারব না। জনৈক ব্যক্তি(দুই)(স্বকণ্ঠে) : এখন যদি ১৫ দিন এক মাস আগে শুল্ক কমায় তাহলে আমরা কিন্তু সেটার সুফল পাইনা। আমরা যদি না পাই তাহলে খুচরা কাস্টমাররাও পাবেনা।জনৈক ব্যক্তি(তিন) (স্বকণ্ঠে) : রমজানে আমরা মুসলমানরা খেজুর ঠিকভাবে খেতে পারি কিনা এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। জনৈক ব্যক্তি(চার) (স্বকণ্ঠে) : যারা মজুতদার করে তারাই তো সিন্ডিকেট। গত সপ্তাহের তুলনায় আলুর দাম ৫ থেকে ১০ টাকা কমলেও, পেঁয়াজের বাড়তি দামে ক্ষুব্ধ জানিয়েছেন ক্রেতারা। জনৈক ব্যক্তি (এক)(স্বকণ্ঠে) : আলুর দাম গত সপ্তাহে ছিল ৪০ টাকা। এ সপ্তাহে ১০ টাকা কমছে। জনৈক ব্যক্তি(দুই) (স্বকণ্ঠে) : পেঁয়াজের দাম তো অত্যাধিক বেশি। আর ব্যবসায়ীদের অজুহাত ভিন্ন। জনৈক ব্যবসায়ী(এক) (স্বকণ্ঠে) :প্রায় ৫০ টাকা কমেছে কিছু কিছু মালে, কিছু মালে ১০ টাকা কমছে। জনৈক ব্যবসায়ী(দুই) (স্বকণ্ঠে) : সবজি যত আছে সবই তো নিয়ন্ত্রণে এসে পড়ছে। অন্যদিকে, সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে কমেছে ২০ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত।

তবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, আগামী রমজানে কোন পণ্যের সংকট হবে না। সরকার বাজার দর নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শুক্রবার সকালে, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে নিজ বাসভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশা করা হচ্ছে ভারতসহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখতে কাজ করা হবে(স্বকণ্ঠে) : এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে তেলের ট্যারিফ সহ আরো চারটি প্রোডাক্টের ট্যারিফ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা এই সপ্তাহেই আমদানিকারক এবং যারা তৈরি করে তাদের সাথে বসে তেলের একটা দাম ঠিক করে দিব। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১৬.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

পূর্ব চীন সাগরে নজরদারি ড্রোন ব্যবহার পরীক্ষা জাপান এমএসডিএফের

জাপানের নৌআত্মরক্ষা বাহিনী বা এমএসডিএফ এই বছরের শেষের দিকে পূর্ব চীন সাগরের উপরে একটি বড় নজরদারি ড্রোন, সিগার্ডিয়ান পরীক্ষা করে দেখবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানায় যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো চীনা নৌবাহিনীর তৎপরতা বাড়ছে এমন একটি এলাকায় চালকবিহীন নৌযানটি টহল চালাতে পারে কি না, তা যাচাই করে দেখা। মন্ত্রণালয় এও জানায়, দক্ষিণ-পশ্চিম জাপানের কাগোশিমা জেলার কানোইয়া বিমান ঘাঁটি থেকে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দূর-নিয়ন্ত্রিত সিগার্ডিয়ানকে প্রায় তিনবার উড্ডয়ন করা হবে। টহল ও নজরদারির জন্য মনুষ্যবাহী বিমান প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করতে এমএসডিএফ গত বছরের মে মাসে সিগার্ডিয়ানের পরীক্ষামূলক ফ্লাইট চালানো শুরু করে। ফ্লাইটগুলো আওমোরি জেলার উত্তরের হাচিনোহে বিমান ঘাঁটির কাছের আকাশসীমায় পরিচালিত হয়। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চালানোর কথা রয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

মিয়ানমারের সেনারা তো ফিরলো, রোহিঙ্গাদের কী হবে?

বাংলাদেশ মিয়ানমারের সেনাসহ ৩৩০ জন যে অবস্থায় এসেছিলেন অনেকটা সেই অবস্থাতেই দ্রুত ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। শুধু অস্ত্রগুলো ফেরত দেয়া হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, একইভাবে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না কেন? খালি পায়েই বাস থেকে নেমে জাহাজে উঠছিলেন অনেকে। তাদের কেউ হাফপ্যান্ট পরা, কেউ ট্রাউজার, কেউবা মিয়ানমারের সামরিক পোশাক পরা। মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর এই সদস্যরা অনেকটা হাসিমুখে দেশে ফিরছিলেন। তাদের মধ্যে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে জাহাজ অবধি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সঙ্গে যুদ্ধে টিকতে না পেরে নিজের দেশের সীমান্ত চৌকি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন তারা। বাংলাদেশে মিয়ানমারের সেনাদের পালিয়ে আসার ঘটনা এটাই প্রথম। তবে তাদেরকে সীমান্তে যেভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সপ্তাহখানেকের মধ্যেই একেবারে সেদেশের কর্তৃপক্ষের হাতে সুন্দর করে জাহাজে তুলে ফেরত পাঠানো হয়েছে তা বিরলই বলা চলে। আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখেছিলাম আব্দুর রাজ্জাকের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)-র এই সদস্যকে ২০১৫ সালের জুনে টেকনাফের নাফ নদী থেকে ধরে নিয়ে যায় মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীরা। তার হাতকড়া পরানো ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয় দেশটি। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পর রাজ্জাককে ফেরত পায় বাংলাদেশ। তার দেহে তখন নির্যাতনের ছাপ স্পষ্ট ছিল।

মিয়ানমারের পালিয়ে আসা সেনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে দেয়া হয়নি সাংবাদিকদের। ফলে তাদের কথা সরাসরি শোনার সুযোগ মেলেনি। সেটা সম্ভব হলে রাখাইন অঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আরো বিস্তারিত জানা যেত, বোঝা যেত যুদ্ধ শুরুর পর হুড়হুড়িয়ে প্রতিবেশী দেশে পালানোটা কি শুধুই জান বাঁচাতে, নাকি যুদ্ধেরই কোনো কৌশল। এমন এক কৌশল যা পাল্টা অভিযান চালাতে সহায়ক হতে পারে বলে আলোচিত হচ্ছে বাংলাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে। মিয়ানমার যেভাবে তাদের চৌকি ছেড়ে পালিয়ে আসা সীমান্তরক্ষী, সৈনিক, শুল্ক কর্মকর্তাদের ফিরিয়ে নিয়েছে, তাতে একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে চাইলেও সেটা দেশটির জন্য কঠিন কিছু নয়। বরং একইভাবে দ্রুতই রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোও সম্ভব। তবে এই সম্ভবটা হচ্ছে না গত বেশ কয়েকবছর ধরে। বাংলাদেশ বারংবার চেষ্টা করেছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু মিয়ানমার নানা বাহানায় তাদের নিচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশের নাগরিক মনে করে না নেপিডো। আর এই সংখ্যালঘুদের উপর দমনপীড়ন সেদেশে প্রকাশ্যেই করে দেশটির সামরিক বাহিনী। রাখাইন রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন চায় আরাকান আর্মি। বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে এই রাজ্য যদি বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি চলে যায়, তাহলে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো আরো দুরুহ হয়ে পড়বে যদি না আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে চীন এবং ভারতের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। দুদেশেরই নিজ নিজ স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে রাখাইনে। চীন সেখানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, বন্দরের বড় প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে, ভারত এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে মিজোরামে পণ্য পরিবহণের পথ করে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, আরাকান আর্মির সঙ্গে ইতোমধ্যেই সম্পর্ক গড়ে তুলেছে চীন। তাদেরকে নানারকম সহায়তা করছে দেশটি, এমন তথ্য উঠে এসেছে সংবাদমাধ্যমে। আবার একইসঙ্গে জান্তা সরকারের সঙ্গেও চীনের সখ্যতা অব্যাহত রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, চীনের ভাবনায় শুধু রাখাইন রাজ্যের সঙ্গে আরাকান আর্মি সম্পৃক্ত হচ্ছে। কেননা, এই রাজ্যে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। তবে বিদ্রোহীদের জোট এখনো ততটা শক্তিশালী না হওয়ায় গোটা মিয়ানমারের দখল নেয়ার পথে তারা অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ভারত অবশ্য এখনো কৌশলগতভাবে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা আরাকান আর্মিকে সমর্থন করছে এমন কোনো তথ্য প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বেশ জটিল অবস্থাতেই রয়েছে। রাজনৈতিক ইস্যুতে চীন,

ভারত, রাশিয়া বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের পাশে আছে শোনা গেলেও রোহিঙ্গা ইস্যুতে তাদের কারো সহায়তাই কার্যত আদায় করতে পারেনি ঢাকা। আরাকান আর্মি যদি দীর্ঘমেয়াদে রাখাইন রাজ্যে দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখন মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আর কোনো পথ থাকবে না। সেদেশের জান্তা সরকার যে এই বিষয়ে তেমন একটা আগ্রহী, সেটাও নয়। অন্তত গত সাতবছরে একজন রোহিঙ্গাকেও ফেরত পাঠানো যায়নি।

এদিকে, রোহিঙ্গাদের একাংশও আরাকান আর্মির হয়ে রাখাইনে গৃহযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি সশস্ত্র বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে সীমান্তে আটকও করেছে বিজিবি। কক্সবাজারের স্থানীয় সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন, সীমান্তে এই অস্থিরতার মধ্যেও নিয়মিত জ্বালানি ও খাদ্য পাচার হচ্ছে রাখাইন অঞ্চলে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক, অনানুষ্ঠানিকভাবে কি আরাকান আর্মির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত বাংলাদেশের? নিজ স্বার্থে ভারত, চীন অনেককিছুই করে। বাংলাদেশের স্বার্থ যদি হয় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো, সেক্ষেত্রে দেশটির জন্য সবচেয়ে ভালো পন্থা কোনটি? শীঘ্রই এসব বিষয় আরো স্বচ্ছ হবে বলে মনে হচ্ছে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ :১৬.০২.২০২৪ রিহাব)

জিআই স্বীকৃতি: পণ্যের প্রচারে-প্রসারে-গৌরবে

ভৌগোলিক নির্দেশক তথা জিআই সনদ পাওয়া পণ্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক ব্যাপার থাকে। তাই একে নিয়ে গৌরব করাই যায়। কিন্তু এই স্বীকৃতির আর্থিক কোনো গুরুত্ব আছে কি? টাঙ্গাইল শাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জিআই পণ্য- এমন খবর যেদিন বাংলাদেশে এলো, সেদিন থেকেই এ নিয়ে সরব হলো বাংলাদেশিরা। টাঙ্গাইল ভারতের জেলা নয়, বাংলাদেশের জেলা- অনলাইনভিত্তিক সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো এমন সমালোচনা। মানববন্ধনও হলো টাঙ্গাইলে। দেশের প্রশাসন কেন নির্বিকার- তোলা হলো এমন প্রশ্ন। সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্তরাও বসে থাকেনি। দ্রুততার সঙ্গেই তারা টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে কাজ শুরু করে। টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন ৬ ফেব্রুয়ারি এর জিআই স্বীকৃতির আবেদন জমা দেয় পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরে। তারাও দিয়েছে প্রাথমিক স্বীকৃতি। যা ১১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ি ছাড়াও ছিলো নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লার জিআই-এর প্রাথমিক সনদ। এই তিনটি পণ্য দুই মাস পর চূড়ান্ত সনদ পাবে- জানিয়েছে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশের ২১টি পণ্যকে তারা জিআই সনদ দিয়েছে। আরো ১১টি পেয়েছে প্রাথমিক স্বীকৃতি। এছাড়া এখন আবেদন জমা আছে ১৩টি। এর আগে ১০টি আবেদন যাচাই করে তারা নাকচ করে দিয়েছে।

২০১৬ সালে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর থেকে দেশের প্রথম পণ্য হিসেবে জিআই সনদ পায় জামদানি। এরপর স্বীকৃতি পেয়েছে- বাংলাদেশের ইলিশ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাতি আম,বিজয়পুরের সাদা মাটি, দিনাজপুরের কাটারিভোগ, বাংলাদেশের কালোজিরা, রংপুরের শতরঞ্জি, রাজশাহীর সিল্ক, ঢাকার মসলিন, বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম, বাংলাদেশের শীতলপাটি, বগুড়ার দই, শেরপুরের তুলসীমালা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম, চাপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম, বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার রসমালাই ও কুষ্টিয়ার তিলের খাজা। জিআই সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের পরিচালক আলেয়া খাতুন ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'অধিদপ্তর থেকে আমরা জিআই সনদ দিয়ে থাকি। আমরা কোনো আবেদনকারী না। আবেদন করতে পারে জেলা প্রশাসন, অ্যাসোসিয়েশন বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। আমাদের কাছে আবেদন জমা দেওয়া হলে আইন মোতাবেক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জিআই সনদ দেওয়া হয়।'

কোনো একটি পণ্যের জিআই সনদ একাধিক জেলা বা একাধিক দেশের যৌথভাবে থাকতে পারে কি-না, এ প্রসঙ্গে আলেয়া খাতুন বলেন, 'যৌথ ঠিক না। যেটা যে অঞ্চলের বা একেক দেশের একেকটা হতে পারে। আবার আবেদনকারীও একাধিক হতে পারে।' জিআই স্বীকৃতি পাওয়া পণ্য ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি মোগল আমলে ছড়িয়ে পড়েছিলো পুরো দুনিয়ায়। অভিজাত এই বস্ত্র হারিয়ে গেছে। কিন্তু ৪০০ বছর আগের সেই সুনাম রয়ে গেছে আজো। এদিকে ময়মনসিংহের মুক্তগাছার মণ্ডা-খ্যাত 'গোপাল পালের প্রসিদ্ধ মণ্ডা' এবার তৈরি শুরুর ২০০ বছরে পা রেখেছে। ষষ্ঠ প্রজন্মের হাত ধরে চলা এই মিষ্টান্ন সদ্যই প্রাথমিক জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। এ নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মুক্তগাছার মণ্ডার সহ-সত্বাধিকারি রবীন্দ্রনাথ পাল। তিনি জানালেন, তাদের পারিবারিক আগ্রহের কারণেই জেলা প্রশাসন মণ্ডার জিআই স্বীকৃতি পেতে আবেদন করেছিলো। জিআই পণ্য হওয়ার কারণে মণ্ডা নিয়ে দেশে-বিদেশে মানুষের আগ্রহ আরো বাড়বে বলে তিনি মনে করেন। মুক্তগাছার মণ্ডা একটি ঐতিহ্যবাহী দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন। এর জিআই স্বীকৃতি প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, গবেষণাসহ যাবতীয় নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আবেদন জমা দেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রাথমিক সনদ দেয়। জিআই সনদপ্রাপ্তি বিখ্যাত পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করছে। কিন্তু এর

অর্থনৈতিক কোনো সুবিধা আছে কি-না জানতে চাইলে ই-কমার্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (ইডিসি) প্রেসিডেন্ট কাকলী তালুকদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'জিআই সনদের মাধ্যমে শুধু গৌরব করা যায়, এমন নয়। আমি বলব, পুরোটাই আর্থিক সুবিধা। যখন একটা জেলার পণ্য জিআই হয়, এর মানে হচ্ছে একটা পণ্য সাধারণ থেকে অসাধারণ হওয়া। এতে এ নিয়ে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, বিক্রিও বৃদ্ধি পায়।' তিনি আরো বলেন, নরসিংদীর অমৃতসাগর কলা সম্প্রতি জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে, এতে অন্য জেলার চেয়ে এর চাহিদা বেশি থাকবে। জিআই পণ্য হিসেবে বাইরে রপ্তানি করতে পারলে এটা থেকে ২০ শতাংশ রয়ালিটি ফি পাবে সরকার- শুধু এ নামটা ব্যবহার করার কারণে। তাই জিআই পণ্য জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আর আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করলে ডলার আয় করতে পারবে বাংলাদেশ।

সুন্দরবনের মধু, টাঙ্গাইলের শাড়ি নিয়ে ভারত জিআই সনদ আগেই করেছে- এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি পিছিয়ে পড়ছে? এমন প্রশ্নে জিআই পণ্য নিয়ে তৃণমূলে কাজ করা কাকলী তালুকদার বলছেন, 'বিষয়টি হচ্ছে ভারত করে ফেলেছে আমরা করিনি। তাই আগে কী হয়েছে, সেটা না ভেবে আমাদের এখন কাজে ফোকাস হতে হবে। বাংলাদেশ-ভারত মিল রয়েছে এমন সম্ভাব্য জিআই পণ্যগুলোর তালিকা করে সেগুলোকে দ্রুত জিআই পণ্য করে ফেলতে হবে। কারণ ভারত আগে করলে, সেটাও বেআইনি কিছু হবে না।' বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা, জাতীয় ফল কাঁঠাল- এসব পণ্য ভারতেও উৎপাদিত হয়। তাই এগুলো ভারতের আগেই জিআই করা দরকার বলে মনে করছেন ই-কমার্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (ইডিসি) প্রেসিডেন্ট কাকলী তালুকদার। এক্ষেত্রে প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের ভূমিকা কী- জানতে চাইলে তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'গবেষণার কাজে ঘাটতি ছিলো, এখন আমরা ভালো টিম নিয়ে গবেষণা সহায়তা দিচ্ছি। কাজ করার শুরুতে সচেতনতার ঘাটতিও দেখেছি অনেকের মধ্যে। এখন প্রশাসনেও এ নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে।'

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৪ রিহাব)

''আমরা ঘুমিয়ে থাকলে তো ওরা সবই নিয়ে যাবে"

ভারতের হাতে বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়ির ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ নিয়ে বিবি রাসেল ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন আরো অনেক পণ্যের জিআই সনদ ও বাংলাদেশের করণীয় নিয়ে। বিবি রাসেল, বিবি প্রডাকশনস-এর প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের নিজস্ব পোশাক, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য তুলে ধরছেন সারা বিশ্বে। তার সঙ্গে ডয়চে ভেলের আলাপচারিতা তুলে ধরা হলো এখানে:

ডয়চে ভেলে: ভারত টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ কীভাবে পেল? ভারত কি পেতে পারে? এখানে বাংলাদেশের করণীয় কী?

বিবি রাসেল: আসলে আমি তো আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি দুই সপ্তাহেরও কম হবে ভারতের ওই এলাকায় কাজ করে এলাম। টাঙ্গাইল শাড়ি একটি জায়গার নামে। খুব কম শাড়িই আছে জায়গার নামে। জামদানিও কোনো জায়গার নামে নয়। যদিও ওটার জিআই আমরা পেয়েছি। এটাতো (টাঙ্গাইল শাড়ি) দুইশ বছর আগেকার। টাঙ্গাইলে নদী আছে। যমুনা নদী, ধলেশ্বরী নদী। ওখানকার একটা জীবন ধারা। পার্টিশনের আগে কিছু লোকজন চলে গেছে। প্রধানত বসাকেরা। একাত্তরের পরেও কিছু গেছে। আপনি চলে যেতে পারেন, মাইগ্রেট করতে পারেন। কিন্তু আপনি তো নদী, আবহাওয়া, বাতাস সব নিয়ে চলে যাবেন না। পশ্চিমবঙ্গের ওই এলাকায় কোনো জায়গাই নাই যেটার নাম টাঙ্গাইল। এটা আমি চিন্তাও করতে পারিনি যে ভারত এটা পেতে পারে। ভারত কেমন করে পেয়েছে? কিন্তু আমরা কেন এটার জন্য আবেদন করলাম না। আমরা তো মাত্র এখন করলাম।

ডয়চে ভেলে: আমাদের এখন কী করণীয়?

আমি পজেটিভ চিন্তা করি। আমরা যদি সঠিক পদ্ধতিতে এখন আবেদন করি, প্রতিবাদ করি তাহলে কাজ হবে। প্রতিবাদ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আমি নিজে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তেমন আসি না। এই বিষয়টি নিয়ে আমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসছি। চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে যে, ওরা কেন এটা পেল। আমরা কিন্তু যুক্তি দেখিয়ে এটা আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি। আমাদের পক্ষে সবই আছে। জিআই, আপনি নিজেই বলেছেন, জিআই হলো ভৌগোলিক নির্দেশক, জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন। এটা তো ওদের নই। ওখানে কি ধলেশ্বরী নদী, যমুনা নদী আছে? তাঁতীরা সকালে উঠে কেমন করে সুতা শুকায়, মাড় দেয়, ওদের জীবনযাপন। এটাতো ওদের(ভারতের) পাওয়ার কোনো সুযোগই নাই। কিন্তু কেমন করে পেল? সব দিক দিয়ে প্রতিবাদ আসছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করছে। সরকারকে তো এটা নিয়ে লড়তে হবেই।

ডয়চে ভেলে: এখন যে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ দেয়ার কথা বলছে। এটা হলেই কি বাংলাদেশ জিআই সনদ পেয়ে গেল?

আমি অনেকবারই বলেছি। আমি ঘুমিয়ে থাকলাম আর ওরা করে ফেলেছে। এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে কিন্তু কনফিউশন আছে। এটা সরকার জিআই আইনে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তারপর তো ডাব্লিউটিওতে (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) যেতে হবে। সেখানে আমার মনে হয় আমাদের ঘুমিয়ে থাকলে হবে না। আমাদের জিনিস অন্যরা ছিনতাই করে নিয়ে যাবে আর

আমরা চুপ। আমরা কোনো প্রতিবাদই করলাম না। আমাদের অনেক যুক্তি আছে। পয়েন্ট আছে। জিআই ল এর সবই আমাদের পক্ষে। কিন্তু আমাদের প্রটেস্ট করতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রটেটেস্ট করতে হবে।

ডয়চে ভেলে: ভারত তো ৬৬টি পণ্যের জিআই সনদ নিয়েছে। তারা নকশিকাঁথাসহ আরো কিছু পণ্যের জিআই সনদ নিয়েছে। এখন কি শুধু টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে প্রতিবাদ করলে হবে, না অন্য পণ্য নিয়েও কাজ করতে হবে?

না না, সব বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। দেখেন বাংলাদেশ একটা ছোট দেশ। ভারত অনেক বড় দেশ। ওদের প্রত্যেকটা প্রদেশে কিছু না কিছু আছে। আমাদের তো অল্প কয়টা জিনিস। কিন্তু আমরা নিজেরাই যতি সতর্ক না হই তাহলে কীভাবে হবে? আমরা এতদিন পর বলছি টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই চিহ্নিত করেছি। এটা তো সবার আগে করা উচিত ছিল। আমি নিজে ১০ বছর বয়স থেকে শাড়ি পরা শিখেছি, টাঙ্গাইল শাড়ি। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে টাঙ্গাইল শাড়ি আছে। টঙ্গাইল শাড়ি সবার জন্য। জামদানির দাম একটু বেশি, সবাই কিনতে পারে না। কিন্তু টাঙ্গাইল শাড়ি সবার ঘরে ঘরে। বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে।

ডয়চে ভেলে: আমরা বাংলাদেশের ইলিশ পেয়েছি। ভারত পেয়েছে গঙ্গার ইলিশ। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণে কিছু পণ্য আবার দুই দেশে মিলে মিশে আছে। এখন ভারত যদি এককভাবে সেইসব পণ্যের জিআই সনদ নিয়ে নেয় তাহলে আমাদের কী করতে হবে?

ধরেন আপনি আমাকে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। আপনি জানেনই না কী প্রশ্ন করবেন। যারা এগুলোর কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট তাদের এগুলো টু দ্য পয়েন্টে লিখতে হবে। ভারতের কিন্তু দক্ষ মানুষরা লিখছে। খালি বললেই হবে না টাঙ্গাইল শাড়ি আমাদের। কেন আমাদের, ইতিহাস কী, এগুলোর পরম্পরা কী,ঐতিহ্য কী এগুলো বলতে হবে। জিআই হলে একটি দেশ হিসেবে আমরা যখন পণ্য রপ্তানি করব এর রয়্যালিটি আমরা পাব। যেমন আমাদের পেঁয়াজ। ভারতেরও পেঁয়াজ আছে। তাদেরটা আমাদের বলছি না। কিন্তু আমাদেরটা আমাদের। ভারত পেঁয়াজ না দিতে পারে। দাম বাড়াতে পারে। কিন্তু তখন আমি আমার পেঁযাজ নিয়ে প্লে করতে পারি। এটা আমদের পণ্য। এখন এটা যদি আমরা ছেড়ে দেই তাহলে তো হবে না। জিআই আমাদের দেশীয় পণ্য ব্র্যান্ডিংএ সহায়তা করে। আমাদের পণ্য বিশ্বে আমাদের নামে পরিচিত হবে।

ডয়চে ভেলে: আমাদের আম, মিষ্টি এগুলো নিয়েওতো ভারত টান দিয়েছে।

আমি জানি, রসগোল্লা করে ফেলেছে। কিন্তু ভাই আমার নামটা আমি ব্র্যান্ডিং করব। আমার নামটা যদি আরেকজন নিয়ে নেয় আর আমি ঘুমিয়ে থাকি, কোনো প্রটেস্ট না করি তাহলে ওরা তো একটার পর একটা নিতেই থাকবে।

ডয়চে ভেলে: তাহলে কি আমরা আমাদের কাজের দিক থেকে পিছিয়ে আছি? এই ক্ষেত্রে ভারতকে মোকাবিলায় আমাদের দক্ষতা কি কম, আমরা কি পারছি ?

আমাদের না পারার তো কোনো কারণ নাই। আমাদের কাছে সব আছে। টাঙ্গাইল শাড়ির সব কিছু আমাদের তারপরও ওরা নেয় কীভাবে?

ডয়চে ভেলে: শুধু টাঙ্গাইল শাড়ির কথা বলছি না। আরো তো অনেক পণ্য আছে?

হ্যাঁ আছে। জায়গার নামে আমাদের আরো পণ্য আছে। যেমন রাজশাহীর সিল্ক। আমি দুইদিন পর সেখানে যাচ্ছি। এখন আমি তো এর জিআই সনদ নিতে পারি না। আমি যতই প্রতিবাদ করি না কেন কাজটা করতে হবে সরকারকে। আমাদের অনেক হস্তশিল্প আছে। জিআই সনদ একটি দেশের জন্য দেয়া হয়। তাই সব পণ্যের জন্যই কাজটি করতে হবে সরকারকে।

ডয়চে ভেলে: বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ২১টি পণ্যের জিআই-এর জন্য আবেদন করেছে। ১৪-১৫টি পেয়েছে। এগুলো কি যথেষ্ট? আমাদের পেটেন্ট, ডিজাইন, কপিরাইট ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর আছে। তার কি ঠিকমত কাজ করছে?

তাদের তো অনেক বড় ডিপার্টমেন্ট। আমি যদি ছোট্ট একটা অফিস নিয়ে দেখাতে পারি যে বাংলাদেশের মানুষের হাতে যাদু আছে তাহলে তাদের তো আরো অনেক বেশি করা উচিত। করছে না কেন? যদি কোনো প্রয়োজন হয় আমরা তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারি। সেটাও যদি না করে তাহলে তো আমাদের কিছু বলার নাই। কিন্তু আমিও ছেড়ে দেয়ার মেয়ে নই। সব দিক দিয়ে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরা ঠিক মতো আবেদন করতে পারলে আমাদের টঙ্গাইল শাড়ির জিআই অবশ্যই ফিরে আসবে। আপনারা সবাই প্রতিবাদ জারি রাখুন। তা না হলে আমার মনটা একদম ভেঙে যাবে।

ডয়চে ভেলে: সার্বিকভাবে আমাদের পণ্যের জিআই নিয়ে আাপনার পরামর্শ কী?

আমাদের পণ্য সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। কারণ জিআই সনদের জন্য সঠিক তথ্য উপাত্ত দিয়ে আবেদন করতে হয় নিয়ম মেনে। নিয়ম, আইন জানতে হয়। যেমন, আমি অনেক দিন ইটালি ছিলাম। আমি এখন ইটালিয়ান পাস্তা ভালো বানাতে পারি। এদেশে এসে সেই পাস্তা আমি বানাচ্ছি। তাই বলে সেটা আমার হয়ে গেল না? এটা ইটালিয়ান পাস্তাই। আমাদের যারা এর দায়িত্বে আছেন তাদের সঠিকভাবে আবেদন করতে হবে। আমাদের পণ্যের তালিকা করে টু দ্য পয়েন্ট, রাইট পয়েন্টে লিখতে হবে। আমাদের অনেক পণ্য আছে সেগুলোর জিআই সনদ আমাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু...(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১৬.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

জার্মান পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে জার্মানি পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটার দিকে প্রধানমন্ত্রী কে বহনকারী বিমান মিউনিখ বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মিউনিখে তিন দিনের এই সম্মেলন হবে ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি। সম্মেলনে প্রায় ৬০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গণমাধ্যম, সরকারি ও বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রায় পাঁচশ প্রতিনিধি অংশ নেবেন।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জিতে টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর এটাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম বিদেশ সফর। গতকাল বেলা সোয়া এগারোটার দিকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী ও তার সফর সঙ্গীরা। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ আসাদ)

দেশে আবারো বেড়েছে মূল্যস্ফীতি

নতুন বছরের প্রথম মাস জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৯ দশমিক ৮৬ শতাংশে ঠেকেছে। গত অক্টোবরের পর তা সর্বোচ্চ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এই তথ্য প্রকাশ করেছে। বিবিএস জানায় গত অক্টোবরে দেশে সর্বাধিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। এরপর নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তা কমেছিল। তবে জানুয়ারিতে আবারো বেড়ে গেল। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই যা বেড়ে গেল। গত জানুয়ারিতে গ্রামে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৭০ শতাংশ। শহরে তা ৯.৯৯ শতাংশ। এর মানে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে শহরাঞ্চলে মূল্যস্ফীতি বেশি ছিল। বিবিএস এর সব শেষ হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারিতে খাদ্যমূল্য মূল্যস্ফীতি সামান্য কমেছে। তবে খাদ্য বহির্ভূত মুল্যস্ফীতি বেশ বেড়েছে।
(রেডিও টুডে :১৮৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ আসাদ)

দেশে দুর্নীতির কারণে আমিও অনেক কাজ করতে পারি না : স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

দুর্নীতি বাদ দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ করা কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বলেছেন দুর্নীতি আমাদের দেশে কম বেশি সব জায়গায় রয়েছে। কাজ করতে গেলে দুর্নীতি হবেই। এজন্য তিনি নিজে অনেক কাজ করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করন শীর্ষক ছায়া সংসদ বিতর্কে শুক্রবার এ কথা বলেন তিনি। এ সময় মন্ত্রী বলেন বর্তমানে যে মাত্রায় দুর্নীতি হচ্ছে তা কমানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ আসাদ)

চবিতে আবারও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ

আবারো ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দেশীয় ধারালো অস্ত্র ইট-পাটকেল, রড ও হাতুড়ি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দুই উপ গ্রুপ সিএফসি ও সিক্সটি নাইন এর মধ্যে সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা চলছে। শুক্রবার দুপুরের পর এই সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ খবর সংঘর্ষ পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছিল। এর আগে বৃহস্পতিবার রাত ৮টা দিকে শাহজালাল হল ও শাহআমানত হল এর মধ্যবর্তী স্থানে শুরু এ হয় সংঘর্ষ। এ সময় উভয়পক্ষকে নিজ নিজ হলের সামনে অবস্থান করে দেশীয় অস্ত্রের মহড়া ও পরস্পর দিকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে দেখা গেছে। সিএফসির কর্মীরা শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও সিক্সটি নাইন পক্ষের কর্মীরা সাবেক সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিনের অনুসারী হিসেবে ক্যাম্পাসে পরিচিত।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ আসাদ)

মির্জা ফখরুল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আন্দোলনের দিবা স্বপ্ন দেখছে : ওবায়দুল কাদের

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আন্দোলনের দিবা স্বপ্ন দেখছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহনের ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন গুলোর সঙ্গে যৌথ সভা শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন। ওবায়দুল কাদের বলেন জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলনের ইস্যু খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বিএনপি'র টের পাওয়া উচিত। এ সময় বিএনপিকে পরবর্তীতে আন্দোলনের কথা না ভেবে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাস ও সিএনজি চালিত অটোরিক্সার সংঘর্ষে সাতজন নিহত

ময়মনসিংহের তারাকান্দায় বাস ও সিএনজি চালিত অটোরিক্সার সংঘর্ষে সাত জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা ১১:৩০ টার দিকে ময়মনসিংহ শেরপুর সড়কের সদর উপজেলার চর ঈশ্বরদী ইউনিয়নের চর বরবিলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক আনোয়ার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। স্থানীয়দের কাছ থেকে

জানা যায় তারাকান্দের দিক থেকে আসা সম্ভুগঞ্জগামী সিএনজি চালিত অটোরিকশাটি আরেকটি গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে শেরপুরগামী একটি বাসের সামনে পড়ে যায়। এ সময় বাসটি চাপা দিলে অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে অটোরিকশায় থাকা নারী শিশুসহ ৭ যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

ড. ইউনুসের প্রতি সরকারের আচরণে জাতিসংঘ চরমভাবে উদ্বিগ্ন

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোঃ ইউনূসের প্রতি সরকারের আচরণে জাতিসংঘ চরমভাবে উদ্বিগ্ন বলে জানিয়েছেন বিশ্ব সংস্থাটির মহাসচিব এ্যান্তেনিও গুতেরেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। বাংলাদেশে ড. ইউনুসের প্রতি সরকারের বিদ্বেষ মূলক আচরণে উদ্বেগের বিষয়টি স্পষ্ট করে মুখপাত্র ডুজারিক বলেন ড. ইউনুস জাতিসংঘের অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যা ঘটছে তা চরম উদ্বেগের। ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ড. ইউনুসের গ্রামীন এর একাধিক কার্যালয় জোর করে দখলে নেয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব ভালো করেই অবগত রয়েছি। আমি ব্যর্থহীনভাবে ফের বলতে চাই ড. ইউনুস জাতিসংঘের কাছে খুব মর্যাদাবান একজন ব্যক্তি। ড. ইউনুসকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা আমাদের চরম ভাগে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের দিকেই এখন জনগণের মনোযোগ : আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন শেখ হাসিনার উন্নয়নের দিকেই এখন জনগণের মনোযোগ। দেশে তো গণতন্ত্র আছে। বিএনপি আন্দোলন করার চেষ্টা করুক। শুক্রবার সকালে আখাউড়া রেলওয়ে জংশন স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি। এ সময় নোবেল বিজয়ী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইউনুস এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সুতরাং এগুলোতো সরকারের কোন হাত নেই। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

২০২৩ সালের বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচকে ৫.৮৭ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম

২০২৩ সালের বৈশ্বিক গণতন্ত্রিক সূচক প্রকাশ করেছে লন্ডন ভিত্তিক দ্যা ইকোনমিক্স সাময়য়ীকির ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ইআইইউ। বিশ্বের ১৬৫ টি দেশ ছাড়াও দুটি অঞ্চলের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এই সূচক প্রকাশ করেছে। যেখানে আগের বারের চেয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে ৫.৮৭ এর স্কোর নিয়ে ৭৫ তম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে ২০২০ ২১ ও ২২ সালে একই সূচকে মিশ্র গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫.৯৯। তারও আগে বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক সূচক ২০১৯ এ ৫.৫৭ স্কোর নিয়ে ৮৮ তম স্থানে ছিল বাংলাদেশ।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ১৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

কেটে গেছে শৈত্যপ্রবাহ; কাগজে কলমে বিদায় নিয়েছে শীত

কেটে গেছে শৈত্য প্রবাহ। কাগজে-কলমে বিদায় নিয়েছে শীত। তবে বসন্তের হিমেল বাতাসে রাত থেকে সকাল পর্যন্ত এখনো ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা রীতিমতো বাড়লেও আবারো কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃষ্টির শঙ্কা না থাকলেও পড়বে কুয়াশা। শুক্রবার সকালে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দেশের সবনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চট্টগ্রামে ৩২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় ঢাকায় সবনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে যথাক্রমে ২০.৮ ডিগ্রী ও ২৯.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এদিন সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘন্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এর বর্ধিতাংশ উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৬.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাতারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল-থানির মধ্যে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন-২০২৪ এর সাইড লাইনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিউনিখের হোটেল বেয়েরিশার হফের সম্মেলন কক্ষে আজ বিকেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা পারস্পরিক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন। ১৬ থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারি জার্মানিতে মিউনিকে নিরাপত্তা সম্মেলন -২০২৪ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

বগুড়ার শাজাহানপুরে দুইট ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তিন

বগুড়ার শাজাহানপুরে দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ট্রাকের চালক ও এক সহকারি সহ তিন জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে উপজেলার নাটোর- বগুড়া মহাসড়কের বীরগ্রাম এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। শাহজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে অস্ত্র প্রবেশের কোন সুযোগ নেই : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মিয়ানমার সীমান্তে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং দেশে অস্ত্রশস্ত্র প্রবেশের কোন সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। আজ শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় কালে এসব কথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মিয়ানমার সীমান্ত থেকে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করছে বলে যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সরকারও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে। (রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

চবিতে ছাত্রলীগের দুই উপ গ্রুপের সংঘর্ষে দুই পুলিশসহ অন্তত ১৫ জন আহত

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আবারও ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুক্রবার বিকেল চারটা থেকে দেশীয় অস্ত্র ইট-পাটকেল, রড, হাতুড়ি নিয়ে ছাত্রলীগের দুই উপ গ্রুপ সিএফসি ও সিক্সটি নাইনের কর্মীরা শাহজালাল ও শাহ আমানত হলের সামনে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। রাত আটটার দিকে সব শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই সংঘর্ষে দুজন পুলিশ সহ ছাত্রলীগের অন্তত ১৩ জন কর্মী আহত হয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে আগামী ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার টাকা বন্টন নিয়ে নতুন কমিটির জন্য ছাত্রলীগের গ্রুপগুলো সংঘর্ষে জড়িয়েছে। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

ঢাবির জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১৪ জন আহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পক্ষ গুলোর অন্তত ১৪ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আনুমানিক রাত বারোটা নাগাদ এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। পরে রাত আনুমানিক চারটা পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে চলে এই হামলা পালটা হামলার ঘটনা। হলের প্রাধ্যক্ষ মিহির লাল সাহা শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। (রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

অনুমোদনহীন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

অনুমোদনহীন অবৈধ হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো মালিকপক্ষ বন্ধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। আজ শুক্রবার বিকেলে কক্সবাজারের সরকারী ও বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঝটিকা অভিযান কালে তিনি এই হুশিয়ারি দেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য কর্মকর্তা মাইদুল ইসলাম প্রধান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে :২১৪৫ ঘ. ১৬.০২ ২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী আজ (শুক্রবার)

দেশবরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বামী প্রয়াত ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী আজ (শুক্রবার)। এ উপলক্ষ্যে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন, পীরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ, এম এ ওয়াজেদ ফাউন্ডেশন এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, স্মৃতিচারণ, ফাতেহাপাঠ, মিলাদ মাহফিল, গরিব ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণসহ নানা কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে প্রয়াত বিজ্ঞানীর বাসভবন লালদীঘির ফতেহপুরের জয়সদন, উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় ও উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসব কর্মসূচি পালিত হবে। সকালে বিজ্ঞানীর কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচির সূচনা হবে। সকালে জয়সদন প্রাঙ্গণে দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, তবারক বিতরণ, বিকেলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্মৃতিচারণ ও উপজেলা জামে মসজিদে বিশেষ মোনাজাত, বিকেলে দলীয় কার্যালয়ে স্মৃতিচারণ দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে গোপীনাথপুর হাফেজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানায় কোরআন খতম ও শিক্ষার্থীদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইকবাল হাসান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত বিজ্ঞানীর ভাতিজা পৌরমেয়র তাজিমুল ইসলাম শামীম এসব কর্মসূচি নিশ্চিত করেন। উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রয়াত দেশবরেণ্য পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকবেন পীরগঞ্জ আসনের এমপি ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গভবনে কমিশনের ৪৯তম বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২ রাষ্ট্রপতির কাছে পেশকালে তিনি এ

তাগিদ দেন। রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন জানান, 'রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে কার্যকর ও দৃশ্যমান ভূমিকা রাখতে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালার আলোকে একটি প্যানেল গঠনের প্রস্তাব করেন।' রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন,' উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুণগত মান যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।' রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, 'এই দেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।' বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থীরাও যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নিজেদের যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে পারে সে লক্ষ্যে দেশের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম সাজাতে হবে।' রাষ্ট্রপতি ইউজিসিকে প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও সার্বিক উচ্চশিক্ষার কার্যক্রমে তদারকি বাড়াতেও কঠোর নির্দেশ দেন। সাক্ষাৎকালে ইউজিসি চেয়ারম্যান কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি দল দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে ১৪ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন। তারা ইউজিসির কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে কার্যক্রম পরিচালনায় রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনা প্রত্যাশা করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া তার কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের কল্যাণে ব্যয় করেছেন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া তার কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দেশের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ছিল তার মূল চিন্তা।' ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে এক বাণীতে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে 'বাতিঘর' নামক স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'এ উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন'। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুতারোপ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা গ্রন্থাগারকে যে কোনো জাতির উন্নয়নের একটা প্রধান সূচক হিসেবে বিবেচনা করি। আমাদের সরকার মনে করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি জড়িত। এ কারণে তৃণমূল পর্যায় থেকে গ্রন্থাগারভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার পেশাজীবীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।' শেখ হাসিনা বলেন, 'সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে আমরা দেশের এক হাজারটি সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন করেছি। যেখানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বইসমূহ সংগ্রহে রাখা হয়েছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রজন্ম বইসমূহ পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগারসমূহ তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থাগারসমূহের মতো উন্নত এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ গণগ্রন্থাগার অধিদফতর ও সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের ভবন নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। জাতির পিতার পৈত্রিক নিবাস গোপালগঞ্জে শেখ লুৎফর রহমান গ্রন্থাগার ও গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে ।' শেখ হাসিনা বাণীতে আরো বলেন, 'পাকিস্তানীদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া সব সময় সোচ্চার ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধেও তার বিশেষ অবদান ছিল। এই নিরহংকার, নির্লোভ, ক্ষমতাবিমুখ মানুষটি তাই সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্মরণীয়। ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তার স্নেহধন্য কয়েকজন বইপ্রেমী মানুষ ২০১৪ সালে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগার সারা বাংলাদেশে তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করবে এবং প্রতিটি পাঠকের দোড়গোড়ায় বই পৌঁছে দেবে। পাশাপাশি আলোকিত সমাজ ও জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।' প্রধানমন্ত্রী বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া স্মৃতি পাঠাগারের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

আন্দোলনের কথা না ভেবে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন : সেতুমন্ত্রী

আন্দোলনের কথা না ভেবে বিএনপিকে এখন থেকেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দলের যৌথসভায় তিনি এ পরামর্শ দেন। বিজয় না হওয়া পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলন

করবে, বৃহস্পতিবার বিকেলে কারামুক্তির পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এ বক্তব্য প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'মির্জা ফখরুল সাহেব জেল থেকে বের হয়ে আবার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছেন। পরবর্তী আন্দোলনের কথা না ভেবে পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিন।' আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলে আন্দোলনের বস্তুগত পরিস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না। জনগণের সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনের ইস্যু খুঁজে পাওয়া যায় না। বিএনপির সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া উচিত।' যৌথসভায় প্রারম্ভিক বক্তব্যে জার্মানির মিউনিখে নিরাপত্তা সম্মেলনে বাংলাদেশের উপস্থিতি নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এ সম্মেলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য বিরাট সম্মান বয়ে এনেছেন। আজকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাংলাদেশের গুরুত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানটা আমাদের শত্রুতার জন্য অনেকের উর্বর ক্ষেত্র। বঙ্গোপসাগর, সেন্টমার্টিনের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি অনেকে বাজপাখির রয়েছে। তবে শেখ হাসিনার সরকার ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতি সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছেন।' এসময় দলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি নতুন করে গঠনসহ দলের অভ্যন্তরীণ বিরোধ মেটাতে বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের দলীয় সভাপতির নির্দেশনা জানান ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'মেয়াদোত্তীর্ণ বিভিন্ন শাখার সম্মেলন, সহযোগী সংগঠনের প্রত্যকের অসমাপ্ত সম্মেলন, কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় বিলম্বসহ সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান করা জরুরি। বিভাগীয় দায়িত্বপ্রাপ্তরা সব শাখাকে ঢাকায় ডেকে বসতে পারেন। সমস্যা ও বিরোধ থাকলে তা সমাধানে অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি।' যৌথসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিম-সহ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ এবং ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

বৈদেশিক লেনদেনে ডলারের বিকল্প চিন্তার সময় এসেছে : ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে বৈদেশিক লেনদেনে ডলারের বিকল্প চিন্তার সময় এসেছে বলে জানিয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের মওলানা আকরম খাঁ হলে '(ইউয়ান-টাকায় ট্রেড ও বাংলাদেশে ডলার চ্যালেঞ্জ)' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। এডুকেশন রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ, ইআরডিএফবি এ সভার আয়োজন করে। মোমেন বলেন, 'ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্য মুদ্রা ব্যবহারের ম্যাকানিজম তৈরি করতে হবে। এর নেতৃত্ব সেন্ট্রাল ব্যাংককে দিতে হবে। কিন্তু এটা খুব সহজ নয়। কারণ এটি নতুন কিছু। আমাদের এই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আজ যে অবস্থায় আছি, কাল সেই অবস্থা থাকবে কি না কেউ জানে না। মনে করেন, আমরা অনেক ডলার রিজার্ভ রাখলাম, অন্যান্য দেশও রাখলো। এর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয়, ডলার তো একেবারে কাগজ হয়ে যাবে। যেভাবে পৃথিবী চলছে তাতে আমাদের আগে থেকেই সতর্ক হতে হবে।' সাবেক এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যদি অন্য মুদ্রা ব্যবহারের অনুশীলনটা আগে থেকে করতে পারি, তাহলে হঠাৎ করে কোনো ঝামেলা এলে নিজেদের ব্যবস্থা করতে পারবো। তাই আমাদের এই অনুশীলনটা এখন থেকে শুরু করা উচিত। আমরা প্রাথমিকভাবে ইউয়ান-টাকা, রুপি-টাকা দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে লেনদেন করতে পারি।' মোমেন আরো বলেন, 'গত ১৫ বছরে আমাদের যে অর্জন, সেই অর্জনে ধাক্কা খেতে চাই না। আমাদের অর্জনটুকু সমানে এগিয়ে নিতে চাই। ২০৪১ সালে আমরা উন্নত-সমৃদ্ধ স্থিতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক অর্থনীতির দেশ হবো। কিন্তু সেটা করতে গেলে আমাদের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। সেখানে হঠাৎ করে ধাক্কা খেতে চাই না। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. খন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ মিজানুর রহমাস, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁনসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

মিয়ানমার থেকে কেউ অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, 'মিয়ানমার থেকে কেউ বাংলাদেশে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের বিজিবির ফোর্স বাড়িয়েছি। আমাদের কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনী সজাগ রয়েছে।' শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'শুধু আরাকান আর্মি নয় গোটা মিয়ানমারে বিভিন্ন গ্রুপ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। আরাকান আর্মির গোলাগুলির শব্দ আসছে, সেটা সত্য। ওখানকার সরকারি বাহিনী বিজিপি এবং সরকারি অন্যান্য লোকজন ভয়ে আত্মরক্ষার্থে আমাদের দেশে

পালিয়ে এসেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালির একটি কথা ছিল, ফ্রেন্ডশিপ উইথ অল, ম্যালাইজ উইথ নান, আমরা এই নীতি অবলম্বন করছি। তারা যতই গোলাগুলি করুক, তাদের প্রতিবাদ করছি, আমরা তাদের এখানে ঢুকতে দিচ্ছি না। পরিত্যক্ত অবস্থায় কিছু অস্ত্র বিজিবি উদ্ধার করেছে। মিরপুরের গ্রামীণ টেলিকম ভবনে গ্রামীণ পরিবারের কয়েকটি ফ্লোর জবর দখল ও পুলিশ কাছে আইনি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন নোবেলবিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস, এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'আইনের বাইরে আমরা কিছু করতে পারি না। ড. ইউনূসের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আদালতের ব্যাপার। আদালতের নির্দেশনা যেভাবে এসেছে, সেভাবে কাজ হচ্ছে। এর বাইরে সরকার কিংবা পুলিশ কিছু করছে না।' আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাহিনী সারা দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর একটা স্ট্রং ভূমিকা রয়েছে। দেশবাসী ও সারা পৃথিবী সেটি দেখেছে। আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

ড. ইউনূস ইস্যুতে সরকারের কোনো হাত নেই : আইনমন্ত্রী

ড. ইউনূস ইস্যুতে সরকারের কোনো হাত নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আইনমন্ত্রী বলেন, 'ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এখানে সরকারের কোনো হাত নেই।' বিএনপির আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আপনারা নির্বাচন দেখেছেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখেছেন, মানুষের অংশগ্রহণ দেখেছেন। জনগণ প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক কাজের দিকেই মনোযোগ দিচ্ছে। বাংলাদেশে যেহেতু গণতন্ত্র আছে, বিএনপি আন্দোলন করুক।' এ সময় আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনির হোসেন বাবুল, যুবলীগ নেতা আব্দুল মমিন বাবুল, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাবুদ্দিন বেগ শাপলু, সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন নয়নসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে মন্ত্রী তার আরেক নির্বাচনী এলাকা কসবা উপজেলার উদ্দেশ্যে সড়কপথে আখাউড়া ত্যাগ করেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

রমজানে কোনো পণ্যের সংকট হবে না : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'আগামী রমজানে দেশে কোনো পণ্যের সংকট হবে না। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চারটি পণ্যের ট্যারিফ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সপ্তাহেই আমদানিকারক ও যারা তৈরি করে তাদের সাথে বসে তেলের দাম ঠিক করে দেওয়া হবে। সেই সাথে খেজুরের ট্যারিফ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।' শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে নিজ বাসভবনে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী টিটু বলেন, 'ভারত পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের জন্য রাজি হয়েছে। ভারতসহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ রাখতে পারি সেজন্য কাজ করব।' তিনি আরো বলেন, 'খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা বলেছেন, আগে বিভিন্ন জাহাজ থেকে যে মালামাল আসতো তাদের পণ্যটি সরাসরি তারা সারা বাংলাদেশে সরবরাহ করতে পারত। কিন্তু এখন যারা জাহাজের মালিক তারাই মিলের মালিক, তারাই সরবরাহকারী। জাহাজ ও মিলের মালিক দুই চারজন আছে। তারা যেন এককভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খাতুনগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বাদামতলীসহ যেসব হোলসেল মার্কেট রয়েছে তারাও যেন পণ্য আমদানি করে সরবরাহ ঠিক রাখতে পারে সেটাও আমরা ব্যবস্থা করব। দুই, চার, দশটা কোম্পানির কাছে আমাদের পুরো সরবরাহ ব্যবস্থা যেনো জিম্মি হয়ে না থাকে।' দেলদুয়ার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফজলুল হকের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় আরো বক্তব্য দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এস প্রতাপ মুকুল, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলাম মারুফ প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

মেট্রোরেলে ঘুড়ি আটকে যাওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার ২, মুচলেকায় মুক্ত ৪

রাজধানীর মিরপুরের কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক তারে ঘুড়ি আটকে যাওয়ার ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে চারজনের বয়স কম হওয়ায় পরিবারের থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি দুইজনকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতাররা হলেন, মোঃ আলামিন ও আতিকুর রহমান। কাফরুল থানা পুলিশ জানায়, গত বুধবার মিরপুরের কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়া এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে মেট্রোরেলের বৈদ্যুতিক তারে ঘুড়ি আটকে প্রায় ৪০ মিনিট ট্রেন চলা বন্ধ ছিল। বিষয়টি সমাধানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা চায় মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে আটক করে ডিএমপির কাফরুল ও মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। এদের মধ্যে চারজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পরিবারের থেকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডিএমটিসিএল থেকে মেট্রোরেলের রুট অ্যালাইনমেন্ট ও পার্শ্ববর্তী এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে ঘুড়ি, ফানুস ও গ্যাস বেলুন ইত্যাদি বা অনুরূপ কোনো বস্তু না ওড়ানোর

অনুরোধ করা হচ্ছিল। পরে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জনস্বার্থে বিশেষভাবে ডিএমপি কমিশনারকে অনুরোধ করে মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। ডিএমপির কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ফারুকুল আলম জাগো নিউজকে জানান, 'আটক দুইজনকে ডিএমপি অধ্যাদেশে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

করোনায় একজনের মৃত্যু, শনাক্ত ৪৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৭ হাজার ৭৯৬ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৩৬ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৯৮১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৪৭৬ নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৯ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১৬.০২.২০২৪ প্রতীক)

:: সমাপ্ত::